জগতের দ্বারা প্রতারিত এক মণ্ডলী

যীশু খ্রিষ্ট, তার পুত্র, খ্রিষ্টে সমস্ত কিছুই আমাদেরকে বিনামুল্যে দিয়েছেন। আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, প্রভু, এই বিশেষাধিকারের জন্য যা আমাদেরকে দত্ত হয়েছে এই মহান সর্বশ্রেষ্ঠ বলিদানের দ্বারা যা যীশু আমাদেরকে কালভেরির ওপর দিয়েছেন, যা আমাদেরকে পুনরায় আপনার সাথে সহভাগিতা করার এবং আপনার আনুকূল্যে আসতে পারার জন্য মিলনসাধন করে দিয়েছে যেন আমরা এটি জানবার সান্তনা পেতে পারি যে এটা লেখা রয়েছে, "যদি তোমরা আমাতে থাক, আর আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় যাচ্ঞা করিয়, তাহা হইলে তোমাদের জন্য তাহাই করা হইবে।" এখন, আমরা এর জন্য কৃতজ্ঞ, আর আমরা প্রার্থনা করি যে আপনি আমাদের বিশ্বাস দিবেন যেন আমাদের মধ্যে যা কিছু আছে তার সবটা দিয়ে আমরা এটি বিশ্বাস করতে পারি।

2 এখন, প্রভু, আমাদেরকে দিনের প্রতিটি কষ্টকে, এই জীবনের প্রতিটি চিন্তাকে সরিয়ে দিতে দিন, পরিচারক থেকে শুরু করে সেবক পর্যন্ত সকলকেই, যেন আমাদের মনের মধ্যে এখন আর কিছুই না থাকে, কিন্তু যেন সকলে অপেক্ষারত হয়, পবিত্র আত্মার কথাকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত শুনতে তৈরি থাকে, যেন আমরা এমন কিছু সম্পাদন করতে পারি যা উত্তম, যেন আপনাকে আরও বেশী জানতে পারি, আমাদের একত্র হওয়ার মাধ্যমে। কারন, প্রভু, সত্যি এই জন্যই আমরা এই গরমের দিনে এখানে এসেছি। আপনার জীবন্ত বাক্য দ্বারা আমাদের সাথে কথা বলুন, আর হতে দিন যেন সেই জীবন্ত বাক্য আমাদের মধ্যে বাস করে আর আমাদের মধ্যে থাকে, যেন আমরা রূপায়িত এবং গঠিত হতে পারি, জগতের দিকে নয়, কিন্তু যেন আমাদের আত্মার নতুনিকরন দ্বারা আমরা রূপান্তরিত হতে পারি, ঈশ্বরের পুত্রের অবয়বে। ওহ, আমাদের হৃদয় কেপে ওঠে যখন আমরা চিন্তা করি, আর আমাদের প্রানের মধ্যে দিয়ে আনন্দের ধারা বয়ে যায়, যখন জানতে পারি যে আমাদের ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যারূপে ডাকা হবে। আমরা তার দ্বিতীয় আগমনের একদম প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি, আর সমস্ত দেশ এবং রাজ্যগুলো আমাদের পায়ের নীচে কাপছে, জগতের সমস্ত কিছু বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এটা জেনে যে কোন একদিন তিনি আসবেন আর আমাদেরকে এক এমন রাজ্যে নিয়ে যাবেন যেখানে আর কোন অন্ত থাকবে না, অথবা এটা কখনই টলবে না। আর এটা জেনে যে আমরা এখন সেই—সেই রাজ্যেরই প্রজা! ওহ ঈশ্বর, আমাদের হৃদয় এবং কানের তকচ্ছেদ করুন, পবিত্র—পবিত্র আত্মা দ্বারা, বাক্যের জল দ্বারা ধৌত করবার দ্বারা। কারন আমরা এটি তার নামে এবং তার মহিমার জন্য চাই। আমেন।

3 আমি একটি বিষয়কে এই সকালে নিতে চাইছি। কারন, আমি কিছু আলাদা বিষয়ের ওপর বলতে চাইছিলাম যদি সেখানে কোন আরগ্যসভা হতে চলেছে, কিন্তু আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে প্রার্থনা কার্ডগুলো আটটায়, অথবা আটটা থেকে নটার মধ্যে দেওয়া হবে। আর আমি কেবল...বিলি কিছু মিনিট আগে ঘর পর্যন্ত আসে আর বলে যে সেখানে খুব কষ্টেই কেউ আছে বলে মনে হয়, তাই সে কোন প্রার্থনা কার্ড দেয় নি। তাই আমরা...আমি এই বিষয়টি নেওয়ার কথা

ভেবেছিলাম, মণ্ডলীর সংশোধনের জন্য। আর আমি আজ এই বিষয়ে বলতে চাইঃ *জগতের দ্বারা প্রতারিত, এক মণ্ডলী।* আমি এখন কিছুটা পড়তে চাই বিচারকর্ত্রীগনের পুস্তক হতে, ১৬ অধ্যায়, ১০ পদ থেকে শুরু করে।

পরে দলীলা শিমশোনকে কহিল, দেখ, তুমি আমাকে উপহাস করিলে, আমাকে মিথ্যা কথা কহিলে; এক্ষনে বিনয় করি, কিসে তোমাকে *বাঁধিতে পারা যায়, তাহা আমাকে বল।*

তিনি তাহাকে কহিলেন, যে রজ্জু দিয়া কোন কর্ম করা হয় নাই, এমন কয়েক গাছা নুতন রজ্জু দ্বারা যদি তাহারা *আমাকে বাঁধে, তবে আমি দুর্বল হইয়া অন্য লোকের সমান হইব।*

তাহাতে দলীলা নুতন রজ্জু লইয়া তাহা দ্বারা তাহাকে বাঁধিল; পরে তাহাকে কহিল, হে শিমশোন, পলেস্টিয়েরা তোমাকে ধরিল। তখন অন্তরাগারে গুপ্তভাবে লোক বসিয়াছিল। *কিন্তু তিনি আপন বাহু হইতে* সুত্রের ন্যায় *ঐ সকল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।*

পরে দলীলা শিমশোনকে কহিল, এ যাবত তুমি আমাকে উপহাস করিলে, আমাকে মিথ্যা কথা কহিলে; কিসে তোমাকে *বাঁধিতে পারা যায়, আমাকে বল না। তিনি কহিলেন, তুমি যদি আমার মাথার সাত গুচ্ছ চুল...তানার সহিত বুন, তবে হইতে পারে।*

তাহাতে সে তাঁতের গোঁজের সহিত *তাহা বদ্ধ করিয়া তাহাকে কহিল, হে শিমশোন, পলেস্টিয়েরা* তোমাকে *ধরিল। তখন তিনি* নিদ্রা *হইতে* জাগরিত *হইয়া* তানা *শুদ্ধ তাঁতের গোঁজ উপড়াইয়া ফেলিলেন।*

পরে দলীলা তাহাকে কহিল, তুমি কি প্রকারে বলিতে পার যে, তুমি আমাকে ভালবাস ? তোমার মন তো আমাতে *নাই; এই তিন বার তুমি আমাকে উপহাস করিলে; কিসে...তোমার এমন মহাবল হয়, তাহা আমাকে কহিলে না।*

এইরূপে সে প্রতিদিন বাক্য দ্বারা তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া *এমন ব্যাস্ত করিয়া তুলিল যে, প্রাণধারণে তাহার বিরক্তি বোধ হইল;*

তাই *তিনি মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন, তাহাকে কহিলেন,* আমার *মস্তকে কখনও ক্ষুর উঠে নাই, কেননা মাতার গর্ভ হইতে আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয়; ক্ষৌরি হইলে আমার বল আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, এবং আমি দুর্বল হইয়া* অন্য *সকল লোকের সমান হইব।*

তখন, এ আমাকে মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছে বুঝিয়া, দলীলা লোক পাঠাইয়া পলেস্টিয়দের ভুপালদিগকে ডাকাইয়া কহিল, এই বার আইসুন, কেননা সে আমাকে মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া *বলিয়াছে।* তাহাতে পলেস্টিয়দের *ভুপালেরা টাকা হাতে করিয়া তাহার নিকটে* আসিলেন।

পরে সে আপনার জানুর উপরে তাহাকে নিদ্রিত করিল, এবং এক জনকে *ডাকাইয়া তাহার মস্তকের সাত গুচ্ছ কেশ ক্ষৌরি করাইল; এই রূপে...সে তাকে ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিল, আর তাহার বল তাহাকে ছাড়িয়া গেল।*

পরে সে কহিল, হে শিমশোন, পলেস্টিয়েরা তোমাকে ধরিল। তখন তিনি নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া কহিলেন, অন্যান্য সময়ের ন্যায় বাহিরে গিয়া গা ঝাড়া দিব। কিন্তু সদাপ্রভু যে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিলেন না।

4 এখন আমি পড়তে চাই, এই বিষয়ের ওপর একটি মুলপাঠ নেবার জন্য, যা প্রকাশিত বাক্যের পুস্তকে পাওয়া যায়, ২য় অধ্যায়, ২১ পদ থেকে শুরু করে ২৩ পদ পর্যন্ত।

আমি তাহাকে মন ফিরাইবার জন্য সময় দিয়াছিলাম, কিন্তু সে নিজ ব্যাভিচার হইতে মন ফিরাইতে চায় না।

দেখ, আমি তাহাকে শয্যাগত করিব, এবং যাহারা তাহার সহিত ব্যাভিচার করে, তাহারা যদি তাহার কার্য হইতে মন না ফিরায়, তবে তাহাদিগকে মহাক্লেশে ফেলিয়া দিব;

আর আমি মারী দ্বারা তাহার সন্তানগণকে বধ করিব; তাহাতে সমস্ত মণ্ডলী জানিতে পারিবে, "আমি মর্ম্মের ও হৃদয়ের অনুসন্ধানকারী, আর আমি তোমাদের প্রত্যেক কার্যানুযায়ী ফল দিব"।

ঈশ্বর তার এই বাক্যের পাঠকে আশীর্বাদযুক্ত করুন।

5 শিমশোন, মণ্ডলীর চমৎকার কার্যকলাপের মতই, সঠিকভাবে শুরু করেছিলো। সে সঠিক পথেই শুরু করেছিল। সে শুরু করেছিল এবং তাকে বিরত্বের মহান ব্যক্তি বলা হয়। সে শুরু করেছিল প্রভুর সেবা দিয়ে, তার বাক্যকে ধরে রেখে এবং তার আজ্ঞাগুলো পালন করে। আর এটা ছিল কিছুটা মণ্ডলীর মতই। সেও খুব ভালো শুরু করেছিল, যেমন আমরা বলতে পারি, জাগতিক অভিব্যক্তি হিসেবে, সঠিক পদক্ষেপেই শুরু করেছিল। প্রভুর আজ্ঞাগুলো ধরে রেখেই শুরু করেছিল। আর যতক্ষণ শিমশোন প্রভুকে অনুসরণ করছিল, প্রভুও শিমশোনকে ব্যাবহার করছিলেন।

6 কারন, ঈশ্বর যে কোন ব্যক্তিকে ব্যাবহার করতে থাকেন যে তাকে অনুসরণ করে চলবে, কারন এটাই ঈশ্বরের কাজ। কিন্তু যখন আমরা এদিক ওদিক সরে যাই, ঈশ্বরের বিষয়গুলো থেকে দূরে সরে যাই, তখন ঈশ্বর আর আমাদের ব্যাবহার করতে পারেন না। যখন আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞার পেছন পেছন স্থিরভাবে চলতে থাকি, যখন আমরা বাইবেলের পৃষ্ঠায় থাকি আর লিখিত বাক্য দ্বারা তাঁর আরাধনা করি, বাক্যের সত্যে এবং আত্মায় তার আরাধনা করি, তখন ঈশ্বর যে কোন ব্যক্তিকে ব্যাবহার করতে পারেন। কিন্তু যখন তারা অন্য কোন কিছুর পেছনে সরে যাওয়ার প্রবনতা দেখায়, তখন ঈশ্বর তাকে আর ব্যাবহার করতে পারেন না।

7 সুতরাং, শিমশোন আজকের মণ্ডলীর এক—এক খুবই অসাধারন প্রতিনিধিত্বকে প্রকাশ করছে। যখন মণ্ডলী শুরু হয়েছিল, ঈশ্বর মণ্ডলীকে ব্যাবহার করতে পারতেন, কারন মণ্ডলী সযত্নে প্রভুর আজ্ঞাগুলোর পেছন পেছন চলত, তার সমস্ত সিদ্ধান্ত ও সংবিধিকে ধরে রাখতো, এবং তার সমস্ত আজ্ঞাকে পালন করতো। আর ঈশ্বরও মণ্ডলীর সাথে ছিলেন। কিন্তু এমন মনে হয় যেন মণ্ডলীগুলোর মধ্যে এতটাই দুর্বল জায়গা তৈরি হয়ে গিয়েছে।

8 মনে রাখবেন, আমরা কোন বনভোজনে আসি নি, কিন্তু আমরা একটি যুদ্ধক্ষেত্রে আছি। অনেক লোকেরা ভাবে যে যখন তারা খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছে ব্যাস

এটাই সবকিছু যা তাদের প্রয়োজন ছিল, সারাজীবনের জন্য ওটাতেই হয়ে যাবে, যেহেতু তারা খ্রিষ্টান আর সবকিছুই এখন সহজ হয়ে যাবে। কখনই এরকম কথা আপনার মাথায় ঢুকতে দেবেন না। কারন, আমি খ্রিষ্টান হয়েছি লড়াইয়ের জন্য, বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে লড়বার জন্য। আমি খ্রিষ্টান হয়েছি, যেন সৈন্যগণের সারিতে আসতে পারি। আমরা খ্রিষ্টীয় সেনা, আর আমদেরকে প্রশিক্ষন নিতে হবে ও প্রতিপালিত হতে হবে, আর শত্রুর প্রতিটি চালকে জানতে হবে, যেন জানতে পারি যে কিভাবে সুরক্ষা করতে হয়, যেন জানতে পারি কিভাবে—কিভাবে যুদ্ধ লড়তে হয়। আর আমরা কেবল তা করতে পারি যখন পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে এটা প্রকাশ করে দেন। যখন আমরা যুদ্ধে যাই তখন অন্য দেশগুলো আমাদের কি বলে আমরা তা গ্রহন করি না, তাদের কোন ভাবনাকে। কিন্তু আমাদের নিজেদেরকে নিজেদের ভাবনাকেই নিতে হয়, যেভাবে পবিত্র আত্মা আমাদের দিকনির্দেশ করবেন, আর যে ভাবনা তিনি আমাদেরকে দিবেন, কারন তিনিই হলেন আমাদের খ্রিষ্টীয় সেনাদের প্রধান সেনাপতি।

9 শিমশোন খুবই ভালো করেছিল, সে খুবই মহান ব্যক্তি ছিল যতক্ষণ না সে আরম্ভ করলো, আরম্ভ করলো এক ধরনের (আমরা একে বলবো) অকর্মণ্য হতে, যতক্ষণ না সে তার নিজের ক্ষেত্র থেকে সরে যেতে আরম্ভ করলো। আর মণ্ডলীও ভালই দৌড়চ্ছিল, আর ঠিক ছিল যতক্ষণ না তারা তাদের ক্ষেত্র থেকে সরে যেতে আরম্ভ করলো। শিমশোন প্রেমের ভান করা শুরু করলো। আর সে ইস্রায়েলীয় মেয়েদের সাথে নয়, কিন্তু পলেস্তিয় মেয়েদের সাথে প্রেমের ভান করছিল।

10 আর ওটা অনেকটা সেরকমই যা মণ্ডলী করেছিল। এটি কখনই নিজের লোকদের ভালবাসতে শুরু করে নি, এ অবিশ্বাসীদের পেছনে চলে গিয়েছে আর অবিশ্বাসীদের সাথে প্রেমের ভান করতে শুরু করে দেয়। ঠিক এখানেই আমরা এক বিরাট, মস্ত বড় ভুলগুলোর মধ্যে একটি করে ফেলেছি, যখন মণ্ডলী সেই সব জিনিস করতে শুরু করে দেয় যা ঠিক ছিল না। সে শিমশোনেরই মত, খারাপ সঙ্গ রাখতে, শুরু করে দেয়।

11 শিমশোন, যতক্ষণ সে প্রভুর লোকদের সঙ্গে চলছিল, সে সবকিছু ঠিক করছিল। কিন্তু যখন সে খারাপ সঙ্গের সাথে প্রেমের ভান করতে শুরু করলো, তখন সে সমস্যায় পড়ে গেল।

12 আর ঠিক এভাবেই মণ্ডলীর সাথেও হয়েছিল। যখন মণ্ডলী শ্রদ্ধার সাথে প্রতিদিন পবিত্র আত্মার নেত্রিত্বের পেছনে চলছিল, ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ দিচ্ছিলেন, আর অদ্ভুত লক্ষন আর চিহ্ন আর অলৌকিক কাজ মণ্ডলীর পেছন পেছন চলছিল। কিন্তু যখন এটা খারাপ সঙ্গ রাখতে শুরু করলো, জগতের সাথে চলতে শুরু করলো! সবথেকে খারাপ কাজগুলোর মধ্যে একটি তারা তখন করে ফেললো, আর যে প্রথম কাজ তারা করলো, যে সে সংগবদ্ধ হতে শুরু করলো, অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে সহভাগিতা ভেঙ্গে দিল, কারন তারা দেখলো যে দেশগুলো সংগবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই মহান সুসমাচারটি একটি দেশ অথবা এক জাতির লোকদের জন্য সমর্পিত ছিল না। এটা সমর্পিত ছিল "যে চায়, সে আইসুক," সমস্ত দেশ, জাতি, ভাষা, এবং লোকদের জন্য। ঈশ্বর কখনই আমাদের জন্য কোন সীমা বেধে দিতে চায় নি।

13 কিন্তু লোকেরা হতে চায়, তারা তুলনা করে, অথবা নকল করে, ঠিক যেমন—ঠিক যেমন জগত করে থাকে, সেটাই করে যা তারা করে থাকে, তারা

যেমনভাবে সফল হয় সেও ওরকমভাবে সফল হতে চায়। জগত যেভাবে কোন কিছু করে সেভাবে করে আমরা কখনই সফল হতে পারি না। আমরা একমাত্র তখনই সফল হতে পারি যখন আমরা ঈশ্বরের বিধি অনুসরণ করি এবং যেভাবে তিনি কিছু করতে বলেছেন সেভাবে করি। আমরা জগতের আদর্শ অনুসারে করে কখনই সফল হতে পারি না। যদি সিগারেট কোম্পানি টেলিভিসনের দ্বারা মহান সফলতাকে অর্জন করেছে, সুরা উৎপাদনকারী কোম্পানি আর বিয়ার ও হুইস্কির লোকেরা টেলিভিসনের অবদানে সফলতা অর্জন করেছে, তার অর্থ এটা নয় যে মণ্ডলীও টিভি অথবা টেলিভিসনের দ্বারা সফলতা অর্জন করবে। মণ্ডলীর সফলতা লুকিয়ে আছে সুসমাচার প্রচারের মধ্যে, ঈশ্বরের শক্তিতে, আত্মার বাহ্যিক প্রকাশের মধ্যে। আমরা বলতে পারি না যে যেহেতু টিভি অথবা টেলিভিসন *অমুক অমুক* সিগারেট কোম্পানি ও—ও অন্যান্য কোম্পানিকে সফলতা দিয়েছে! আমাদের কাছে এরকম কোন শাস্ত্রলেখ নেই যে সেই লোকদের সাথে তুলনা করে চলবার চেষ্টা করতে হবে। আর যতক্ষণ আমরা করতে থাকি, আমরা অনেক সংখ্যক লোক আনতে পারি, কিন্তু এঁর জন্য ঈশ্বর আমাদের নিরূপণ করেন নি। আমরা মনে করি যে যেহেতু আমরা অনেক জাতি, উচ্চে ধাবমান, বড় সংস্থা, যা দারুন রঙিন কিছু ঘটবে, আর সেটাই সফলতা। আমরা প্রত্যেক দিন আমাদের পায়ের নীচে মরছি, আত্মিক ভাবে বলতে গেলে! যদি আমরা আজ সকালে এক কোটি জন বলবান দাড়াই, আর যদি আমাদের সাথে পবিত্র আত্মা না থাকে, তবে তার চেয়ে আমরা দশজন বলবান আরও ভালো করতে পারবো যখন পবিত্র আত্মা আমাদের সাথে থাকবে। আমরা জগতের সাথে তুলনা করতে পারি না।

14 আর প্রথম বিষয়গুলোর মধ্যে একটা ছিল, যে মণ্ডলী নিজেদের সংগবদ্ধ করতে শুরু করে দিল। প্রথম সংস্থা ছিল ক্যাথলিক গির্জা, আর তারপর এল লুথারান গির্জা। যখন তারা সংস্থাগত হল ক্যাথলিক মণ্ডলীতে যেন একে একটা সংস্থা বানাতে পারে, এক দিন সেখানে এক উচ্চরব এল, "শিমশোন, পলেস্টিয়েরা তোমাকে ধরিল", আর শিমশোন ক্যাথলিক মণ্ডলীর বাধা দড়ি ছিড়ে ফেললো, আর মার্টিন লুথার এল, সংস্থার সাথে।

15 তখন তারা মণ্ডলীকে আরও একটি দড়ি দিয়ে বেধে ফেললো, ঠিক যেমন দলীলা করেছিল। আর তারা এরকম শুরু করে দিল...ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তির পরিবর্তে, পবত্র আত্মা দ্বারা আহুত ব্যক্তি; হতে পারে সে তার ক খ গ জানে না, কিন্তু তারা খ্রিষ্টকে জানতো। তারপর মণ্ডলী হয়ে গেল আড়ম্বরপূর্ণ, আর রাজনৈতিক বক্তাদের প্রচলিত রীতির পেছনে চলে গেল। আর তাদেরকে তাদের প্রচারকদেরকে "ডক্টরস ডিগ্রী" দিতে শুরু করল, প্রত্যেককে ডক্টর অফ ডিভিনিটি অথবা ধর্মশাস্ত্রের বিদ্বান হতেই হবে। এটা ছিল আরও একটা দড়ি মণ্ডলীকে বাঁধার জন্য। লোকেরা যেত আর অধ্যয়ন করতো, প্রত্যেক শিক্ষাস্থান চেষ্টা করে এক আরও ভালো বিদ্বান উৎপন্ন করতে যেন তাদের মণ্ডলীগুলো বড়াই করে বলতে পারে, "আমাদের পালক একজন ডক্টর অফ ডিভিনিটি অথবা ধর্মশাস্ত্রের বিদ্বান।" আর তারা কি করেছিল? একজন অন্যজনের থেকে বেশী জ্ঞান লাভ করতে চেষ্টা করতে লাগলো। আচ্ছা, ঈশ্বরের চোখে এঁর কোন অর্থই নেই।

16 আর কোন ব্যক্তির পক্ষে তার জাগতিক জ্ঞান নিয়ে আসার কোন প্রয়োজনই নেই এবং তা দিয়ে কখনও ঈশ্বরকে খুশি করা যায় না। এটা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অধিক ঘৃণ্য বস্তু! আপনি ঈশ্বরকে কখনই খুশি করতে পারবেন না জগতের ঘৃণ্য বস্তু

এবং জ্ঞান দিয়ে, কারন "এটি ঈশ্বরের সাথে শত্রুতা," এটা শাস্ত্র বলে, সে এটা করতে পারে না।

17 আর প্রত্যেকেই চেষ্টা করে সমস্ত জ্ঞান নিতে। তারা কেবল জানে কি করতে হবে এবং কি বলতে হবে, আর এটা কেবল একটি রাজনৈতিক বক্তব্য হয়ে রয়ে যায়, এঁর পরিবর্তে যে এটা পরাক্রমসহ প্রদর্শিত, পবিত্র আত্মার বার্তা হয় যা মনুষ্য হৃদয়ের গভীরে ডুবে যায় এবং তার পাপকে সামনে নিয়ে আসে। তারা রাজনৈতিক কথাবার্তার জন্য প্রশিক্ষিত হয় আর আমাদের সেটা প্রয়োজন নেই। পৌল বলেছে, "ঈশ্বরের বাক্য আমাদের নিকটে এসেছে, কেবল...অথবা, সুসমাচার, কেবল কথায় নয়, কিন্তু পরাক্রমে এবং পবিত্র আত্মার প্রদর্শনে।" ওটাই সুসমাচারকে নিয়ে এসেছিল, পবিত্র আত্মার পরাক্রমের প্রদর্শন! কিন্তু এই সব লোকেরা শিক্ষাস্থানে যায় আর তারা অনেক শিক্ষা শিখে আসে, কিভাবে তাদের লোকদের সামনে দাড়াতে হবে, কিভাবে তাদের নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে হবে, তাদের কিভাবে পোশাক পড়তে হবে, তাদের কিভাবে কাজ করতে হবে, তারা কখনই ভুল ব্যাকারন ব্যাবহার করবে না। এখন, রাজনৈতিক বক্তব্যের জন্য ওসব ঠিক আছে, কিন্তু আমরা লোকদের মনোরম বাক্যের পেছনে যাচ্ছি না। পৌল বলেছে, "আমি যে সুসমাচার প্রচার করি সেটা ওভাবে আসে নি, কিন্তু এটা—এটা এসেছে পবিত্র আত্মার নবিকরনের মাধ্যমে এবং পরাক্রমের প্রদর্শনে।" এটা সঠিক ভাবে গঠিত বক্তব্যের দ্বারা আসে নি, যেন তোমাদের জ্ঞান এমন হয়ে যায়, অথবা যেন তোমাদের বিশ্বাস মনুষ্যদের জ্ঞানের ওপর না হয়ে যায়। কিন্তু এটা আসে পুনরুত্থিত খ্রিষ্টের পরাক্রমের প্রদর্শন দ্বারা। ওটাই হল সুসমাচার, "তাকে তার পুনরুত্থানের পরাক্রমে জানা।"

18 প্রত্যেকে এটা ভাবার চেষ্টা করে যে সে অন্যের থেকে আরও বেশী বুদ্ধিমান, প্রত্যেক সংস্থাই এরকম ভাবে। মেথডিস্ট বলবে, "আমাদের কাছে সবথেকে বুদ্ধিমান লোকেরা আছে।" ব্যাপটিস্ট বলবে, আর চার্চ অফ ক্রাইস্ট আর এরকম আরও, তারা সবাই, "আমরা, আমরাই সবথেকে বুদ্ধিমান। আমরা, আমাদের—আমাদের লোকেরা, আমরা সাধারন লোকদেরকে বাইরে গিয়ে এবং সুসমাচার প্রচার করতে দিই না।" কিন্তু তারা লোকদের নিজেরাই বাছাই করে। (ওহ ঈশ্বর, দয়া করো!) নিজেরাই তারা বাছাই করে; যদি তারা তাদের নির্দিষ্ট মতের সাথে নথিভুক্ত থাকে, তবে তাদেরকে মণ্ডলীতে রাখবে। ঈশ্বর তাকে কোনোভাবেই স্পর্শ করতে পারবেন না। আমি চাই আমায় এমন কেউ এসে প্রচার করুক যাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা বাছাই করা হয়েছে, ঈশ্বর যাকে তুলেছেন, যে কোন মানুষ অথবা সংস্থা দ্বারা উত্তোলিত নয়।

19 সমস্ত জ্ঞান! তারা বলে, "ওহ এই ব্যাপারে আমরা সব কিছু জানি," আর তাদের মধ্যে কিছু লোক পবিত্র আত্মার প্রথম অক্ষরও জানে না। তারা এটি অস্বীকার করে।

20 এটা আমাকে মনে করিয়ে দেয় একটা বইয়ের কথা যা আমি একদিন ক্যালিফোর্নিয়াতে পড়েছিলাম, প্রায় দশ বছর আগে। আমি এটি এক পুরনো বইয়ের দোকান থেকে তুলেছিলাম। আমি ভুলে গিয়েছি এঁর লেখক কে ছিল। কেবল একটি ছোট দশ সেন্টের বই, কিন্তু এতে কিছু ভালো উপলব্ধিমুলক বিষয় ছিল যদিও এটা পরিহাসপূর্ণ এবং চাতুরতাপূর্ণ মনে হচ্ছিল। কিন্তু, আমি সেখানে এমন কিছু পেয়েছিলাম যা আমার কাছে ঈশ্বরের তরফ থেকে বলে মনে হচ্ছিল।

আর সেখানে ছোট গল্পগুলোর মধ্যে একটা এভাবে শুরু হয়েছিল। একদিন সকালে একটি বড় মুরগির খোয়ারে, একটা নির্দিষ্ট ছোট গৃহপালিত মোরগ ছিল যে ভাবতো যে যত কিছু জানা যেতে পারে সেই সমস্ত জ্ঞান তার কাছে আছে। তাই সে একটি বাক্সের ওপর উড়ে গিয়ে বসলো আর তার ছোট ঠোটটি বাক্সের ওপর চার অথবা পাঁচবার আঘাত করলো, আর সে তার ছোট মাথাটিকে পেছনের দিকে ঝাকিয়ে, এমন জোরে ডেকে উঠল যেমন আপনি কখনই হয়ত শোনেন নি এতো জোরে কোন মোরগের ডাক। আর অন্যরা, সে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল, আর বলল, "এই মুরগির খোয়ারের সব পুরুষ এবং মহিলাগন, আমি আপনাদের কাছে এই সকালে এক মহান শিক্ষামুলক কার্যসুচির ব্যাপারে বলতে চাই, যা আমরা কেবলই তৈরি করেছি।" বলল, "আমার এই অধ্যায়নে প্রচুর জ্ঞানের প্রয়োজন পড়েছে," সে তার চশমাটি ঠটের ওপর কিছুটা নামিয়ে বলল। আর সে বলল, "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা মুরগিরা আরও বেশী জ্ঞানার্জনের দ্বারা আমাদেরকে আরও উন্নত করে তুলতে পারি। সুতরাং, আমি আপনাদেরকে বলতে পারি যে কোথায়, যদি আমরা গর্ত খুঁড়ি এবং একটা নির্দিষ্ট খোয়ারে অথবা গর্তে কাজ করি, আমরা এক বিশেষ ভিটামিন পেতে পারি যা আমাদের আরও জোরে ডাকতে সাহায্য করবে, আরও সুন্দর পালক হবে। আর, ওহ, আমি আপনাদের বলতে পারি কিভাবে আমরা আরও অনেক রকমভাবে আমাদেরকে আরও উন্নত করে তুলতে পারি।"

21 আর ছোট মুরগির বাচ্চাগুলো তাদের ছোট লাল ঝুটিগুলোর সাথে, তারা কেবল কক কক করে উঠলো এবং বলল, "সে কত সুন্দর তাই না?" আর তারা নিশ্চিতভাবেই তার প্রশংসা করলো। "ওহ, সে এতটা বুদ্ধিমান একটি মোরগ!" যা আমায় মনে করিয়ে দেয় এখানে ধর্মীয় শিক্ষাস্থান থেকে শিখে আসা কিছু প্রচারকদের কথা। "কি বুদ্ধিমান ব্যক্তি! আমাদের বাকি মুরগিদের সাথে ঝুলে থাকার কোন প্রয়োজনই নেই, আমাদের সবার তার সাথেই যাওয়া উচিৎ।"

22 আচ্ছা, ছোট মোরগটির ভাষণ শেষ হওয়ার আগেই, সেখানে আরও একটি মুরগি ছিল যার অত উজ্জ্বল পাকনা ছিল না, সে খোয়ারের বাকি মুরগিদের মধ্যে থেকে দৌড়ে এল আর বলল, "বালকেরা, কেবল এক মিনিট দাড়াও! আমি কেবলই রেডিও থেকে সর্বশেষ সংবাদ শুনে এলাম। মুরগির দাম প্রতি পাউন্ডে চার সেন্ট করে বেরে গিয়েছে, আমরা সবাই কালকে বধ হতে চলেছি! আপনার জ্ঞান এখন আপনার কি ভালো করবে?

23 ভাই, আমরা যতোটা জ্ঞান সংগ্রহ করি না কেন, এটা কি ভালো করবে? আমরা তো কেবল ছয় ফুট দৈর্ঘ্যের মাটি! আমরা সকলে এক এক ইঞ্চি করে এবং প্রতি মিনিটে মরছি। আমাদের জ্ঞানের কোন অর্থই হয় না। আমরা তাকে জানতে চাই। কিন্তু তারা ওসব করে।

24 যেমন আমি কিছু সময় পূর্বে মন্তব্য করেছিলাম কোন একটি ছোট ক্যানারি পাখির সম্বন্ধে, আর সে ভাবতো যে তার কাছে সমস্ত জ্ঞান আছে যা—যা জানা প্রয়োজন, আর সে এতটাই জানতো যে সে বাকি সব ক্যানারি পাখিদেরকে মনুষ্য সম্বন্ধে সব কিছু বলে দিতে পারে। তাই সে উড়ে যায় তার খাচার ওপরে আর সে মনুষ্য সম্বন্ধে বলতে শুরু করে, কিভাবে সে তাদের সম্বন্ধে সব কিছু জানে। আর, হঠাৎই, পারডিউ থেকে এক জন অধ্যাপক সেখানে হেঁটে এল এবং আর তাকে কিছু উচ্চ মার্জিত ভাষায় তার সাথে কথা বলতে শুরু করলো, আর সেই

ছোট পাখিটি তার চোখগুলো পিটপিট করতে লাগলো আর তার মাথা ঘুরিয়ে নিল আর...এখন, তার কাছে চোখ ছিল, সে অধ্যাপককে দেখতে পেত। তার কাছে কান ছিল, সে তাকে শুনতে পারতো। কিন্তু, নিশ্চই, সে জানতো না যে তিনি কি বলছিলেন। কেন? কারন তার ছিল এক ক্যানারি পাখির মস্তিষ্ক। তার কাছে কেবল একটি পাখির মস্তিষ্ক ছিল। তার কাছে কেবল এটাই ছিল। তার কাছে মনুষ্যের মস্তিষ্ক ছিল না, তাই সে মনুষ্যের মত চিন্তা করতে পারতো না।

25 আর সেরকমই মনুষ্যও কখনও ঈশ্বরের মত চিন্তা করতে পারে না! আপনি মানুষ, আর সমস্ত জাগতিক জ্ঞান একটি ক্যানারি পাখির জ্ঞান থেকে আর অধিক কিছুই নয়। আপনি যা কিছু করেন, আপনি কেবল সেটা দিয়ে নিজেকেই আঘাত করেন। আপনার কাছে খ্রিষ্টের মন থাকতে হবে।

26 যে কারনে লোকেরা যায় আর সংস্থায় যুক্ত হয়, আর নতুন জন্মের পরিবর্তে হাত মেলানোকে গ্রহন করে, তারা নতুন জন্মকে পাশ কাটিয়ে চলতে চাইছে। তারা নতুন জন্ম চায় না। আর তারা—তারা জানে আমরা সেটা বাইবেলে শিক্ষা দিই, তাই তারা এটার জন্য কিছু বিকল্প চায়। আর পেন্টিকোস্টাল লোকেরা ঠিক ততটাই খারাপ, তারা কিছু বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করছে! তারা এটি উচ্চমানসম্পন্ন অবস্থায় চায়। এটা যথেষ্ট পরিমানে উচ্চমানসম্পন্ন হতে হবে, "আমরা হাত মেলাবো আর মণ্ডলীতে যোগদান করবো, আর জল ছেটাবো অথবা বাপ্তাইজিত হব," অথবা কিছু একটা করবো। তারা নতুন জন্মকে ভয় পায়। আমি কখনও কখনও বিশ্বাস করি যে ব্রানহাম ভজনালয়ও একে ভয় পেতে শুরু করেছে!

27 এখন, আমরা সবাই জানি যে একটি জন্ম, আমি পরোয়া করি না যে সেটা কোথায় হয়, অথবা কোথায়, কোন স্থানে হয়, এটা একটা নোংরা অবস্থাতেই হয়। যদি একটি শিশুর জন্ম একটি শুস্ক বিচালি, বা শক্ত মেঝে অথবা কোন গোলাপি রঙ দিয়ে সাজানো কোন হাসপাতালের ঘরেই হোক না কেন, এটা তবুও একটি নোংরা অবস্থাতেই হয়। একটি বাছুরের জন্ম, বা যে কোন কিছুর জন্ম একটা নোংরা অবস্থায় হয়।

28 আর নতুন জন্মও ঠিক ওরকমই একটা নোংরা অবস্থার মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে! কিন্তু লোকেরা এতো অনমনীয় হয়ে গিয়েছে, "আমরা সেখানেই যাব যেখানে সবাই হাত মেলায়। আমরা সেখানেই যাব যেখানে চিৎকার এবং কান্না হয় না, আর বেদিতে মাথা কেউ ঠোকে না, আর চেল্লায় না।" আপনারা অনেক বেশী জাগতিক মনুস্যত্বকে ধরে রাখতে চান! আমাদের যেটা প্রয়োজন তা হল নতুন জন্ম, পুরনো মনুষ্যের সম্পূর্ণভাবে মরে যাওয়া, ওটাই জীবনকে নিয়ে আসে!

29 একটি বীজ, একটি পুরনো আলু, একটি বীজযুক্ত আলু, আপনি সেই আলুকে নিন আর ভুমির নীচে রেখে দিন। আপনি নতুন আলু ততক্ষন পাচ্ছেন না, যতক্ষণ না সেই পুরনো আলু পচে গলে যায়। একটি শস্য নতুন জীবনকে উৎপন্ন করতে পারে না যতক্ষণ না সেটা পচে গলে যায়।

30 আর কোন পুরুষ অথবা মহিলা কখনই নতুন জন্ম পেতে পারে না যতক্ষণ না তাদের জাগতিক বুদ্ধি এবং তাদের নিজস্বতা পচে গলে, মরে যায়, বেদিতে এসে একদম শেষ হয়ে যায়, আর চিৎকার করে, সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে যায়, এবং এমন একটি স্থানে পৌছতে হবে যেখানে তার গলাবন্ধ হতে সমস্ত কাঠিন্য বেরিয়ে যায়, আর তারপর আপনি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পুনর্জন্ম লাভ করতে পারবেন।

আমি এঁর পরোয়া করি না যে আপনি তারস্বরে চিৎকার করছেন, অন্য ভাষায় কথা বলছেন, উপরে নীচে লাফালাফি করছেন, মাথা কাটা মুরগির মত ছটফট করছেন, আপনি নতুন জন্ম পেতে চলেছেন! কিন্তু আমরা এটির পরিবর্তে কিছু বিকল্প পদ্ধতি গ্রহন করে ফেলেছি, আমরা শৈল্পিক পদ্ধতি চাই, নিশ্চিতভাবেই।

31 অন্য দিন, শুক্রবারে, আমি এবং আমার স্ত্রী দোকানে যাচ্ছিলাম। আমার অর্থ এটা বার বার বলা না। কিন্তু যখন আমরা রাস্তা দিয়ে নীচে গেলাম, আমি বার বার আমার মুখ এদিকে ওদিক ঘুরিয়ে নিতে হচ্ছিল কারন সেখানে নগ্ন মহিলা ছিল। আমি যখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম তখন আমি ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদি তিনি আমার চোখ ভালো করে দেন আমি আমার চোখ দিয়ে সর্বদা সঠিক জিনিসই দেখবো। আর আমি আমার গাড়িতে ছোট একটি ক্রুশ ঝুলিয়ে রেখেছি। যখন আমি ঐ রকম কিছু দেখি, আমি সেই ক্রুশের দিকে তাকাই আর বলি, "ওহ ঈশ্বর, ওটাই আমার আশ্রয়," যখনই আমি সেই ক্রুশের দিকে তাকাই।

32 আমি ঐ মহিলাদের দেখেছি। মেডা বলল, "আজ আমরা একজন মহিলাকেও দেখলাম না যে একটি স্কার্ট পড়েছে।" আর সে বলল, "বিল, ঐ মহিলাটিকে দেখো সে তার শরীরের ওপরে চারদিকে ঐ ছোট নেকরা পড়ে আছে," আর বলল, "তুমি বলতে চাও যে ঐ মহিলাটি জানে না যে ওটা ঠিক নয়?" বলল, "যদি সে জানে না যে এটা ঠিক নয়, তাহলে সে তো তার সঠিক মস্তিষ্কে নেই।"

33 আমি বললাম, "কেবল এক মিনিট, প্রিয়। সে একজন আমেরিকাবাসী, আমেরিরাবাসী মহিলারা যা করে সেও ঠিক তাই করছে," আমি বললাম, "বেশী দিন হয় নি আমি ফিনল্যান্ডে ছিলাম, প্রিয়।"

34 আর আমি সেখানে এক ব্যক্তি, ডক্টর মেনিনেনকে প্রশ্ন করেছিলাম যার উত্তর আমায় নিরুত্তর করে দিয়েছিল। আর আমরা একটি—একটি স্বাস্থ স্নানে যাচ্ছিলাম, যাকে 'সাউনা' বলা হয়, আর তারা আপনাকে ভেতরে নিয়ে যায় আর আপনার ওপরে গরম জল ঢেলে দেয় অথবা গরম পাথরের ওপর জল ঢেলে দেয়, আর এটা আপনাকে কেবল ঘামিয়ে দেয়। তারপর তারা আপনাকে বরফ গোলা জলে ঝাপ দিতে নিয়ে যায় আর তারপর পেছনে সরে যায়। তারপর আপনাকে একটি ঘরের ভেতর নিয়ে যাবে, আর সেখানে পরিষেবিকারা থাকে, মহিলারা যারা পুরুষদের শরীর ঘসে দেয় (আর তারা নগ্ন অবস্থায় থাকে) তাদের আবার জলের ধারে পাঠিয়ে দেয়। আমি ভেতরে যাব না। আর আমি বললাম, "ডক্টর মেনিনেন, ওটা ঠিক নয়।"

35 তিনি বললেন, "তাহলে ঠিক আছে, পাদ্রি ব্রানহাম, আমি মানছি ওটা ঠিক নয়। তাহলে আপনি আপনাদের আমেরিকার ডাক্তারদের বিষয়ে কি বলবেন যারা একটি মহিলাকে সমস্ত কাপড় খুলে নগ্ন করে দেয় এবং তাকে একটি টেবিলে শুইয়ে দেয়, তার শরিরের প্রতিটি গোপন—গোপন অঙ্গগুলোকে পরীক্ষা করে? আপনাদের হাসপাতালের নার্সদের বিষয়ে কি বলবেন?"

36 আমি বললাম, "মাফ করবেন, ভাই মেনিনেন, মেনিনেন, আপনি ঠিক বলেছেন।"

37 এটা কি? এটা হল প্রথা। যখন আমি প্যারিসে ছিলাম আমি খুব কষ্টেই সেটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম, যে সেখানে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য

একই প্রস্রাবাগার ব্যাবহার করা হয়। আমি এটা বুঝতেই পারছিলাম না যে সৌচালয়গুলো পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই জন্য রাস্তার একই পাশে অবস্থিত ছিল। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে যখন মহিলারা সমুদ্রের পারে সাতার কাটতে যেত, একটি ছেলে আর তার প্রেমিকা, তাদের কোন কাপড় বদলাবার ঘর নেই। তারা তাদের সব কাপড় খুলতে খুলতে অন্তিম বস্ত্র পর্যন্ত খুলে নেয়, তারপর ঘুরে যায়, আর ছোট একটা নেকরার মত কাপড় পড়ে নেয় আর সাতার কাটতে চলে যায়, কিন্তু ওরা এরকমই করে। তারা এসবে একদমই মনোযোগ দেয় না। এটাই ফ্রান্সের প্রথা।

38 আফ্রিকাতে, মহিলা এবং পুরুষ, যুবক এবং প্রাচীন, একদমই বিনা কাপড়ে, বৃক্ষহীন তৃণভূমি দিয়ে হেঁটে যায়। তারা কখনই জানেনা যে সৌচালয় কি, বা ওইসব কিছু, অথবা তারা কখনই একে ওপরের দৃষ্টির বাইরে যায় না। কিন্তু তারা কোন তফাৎকে বুঝতে পারে না। কিন্তু এটা প্রত্যেক দেশের নিজ নিজ প্রথা।

39 কিন্তু আমি বললাম, "প্রিয় আমরা আলাদা, আমরা অন্য দেশের লোক। এখানে আমরা বিদেশী ও প্রবাসী, তাই আমাদের এই সমস্ত জিনিস এতটা খারাপ দেখায়। কারন বাইবেল বলেছে, 'যারা এরকম স্বীকার করে, দাবি করে, তারা দেখায় যে তারা এখানে বিদেশী ও প্রবাসী, তারা এক আগামী রাজ্যের অন্বেষণ করছে।'"

40 একজন পুরুষ ও একজন মহিলা, সে ইতালি, ফ্রান্স, আফ্রিকা, যে কোন দেশেরই হোক না কেন, যদি তারা পবিত্র আত্মা দ্বারা পুনর্জন্ম লাভ করেছে, তারা ওরকম আচরণ করে না। তারা ঐ ধরনের বস্ত্র পড়ে না। তারা ওরকম ব্যাবহার করে না, কেননা তারা অন্য দেশের নাগরিক যার রচয়িতা এবং শাসনকর্তা হলেন ঈশ্বর। আমরা স্বর্গের নাগরিক। আপনার ভেতরে যে আত্মা আছে, তা আপনার জীবনকে পরিচালিত করে। যদি আপনি একজন আমেরিকাবাসী হন, আপনি ঠিক তাই করবেন যা আমেরিকাবাসীরা করে থাকে। আপনি যদি ফ্রান্সনিবাসী হন, আপনি ফ্রান্সনিবাসীদের মতই আচরণ করবেন, এবং অন্যদের সমালোচনা করবেন। কিন্তু যদি আপনি ঈশ্বরের হতে হয়ে থাকেন, তবে আপনি সেরকম আচরণই করবেন যেমন তারা স্বর্গে করে থাকে, কারন আপনার আত্মা ওপর থেকে আসে আর সে আপনাকে নিয়ন্ত্রন করে।

41 একটি ছোট বিষয়কে আপনি দেখতে পারেন। শাস্ত্রের মধ্যে, যারা ঐ নতুন নগরের অন্বেষণ করতো, তারা অন্য রকম আচরণ করতো। তারা স্বীকার করতো যে তারা বিদেশী ও প্রবাসী। কিন্তু কয়িনের বংশকে দেখলে, তারা ছিল পলায়নকারী ও ধর্মত্যাগী। কিন্তু খ্রিষ্টানরা ছিল বিদেশী ও প্রবাসী। একজন পলায়নকারীর কোন ঘর থাকে না, একজন ধর্মত্যাগী ব্যক্তি হয় এক ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। কিন্তু একজন প্রবাসী হল একজন বাস্তবিক, অন্য দেশের এক প্রকৃত ভুমি থেকে আসা ব্যক্তি, যে আপন দেশের পথ অন্বেষণ করছে, সে তার জীবনযাত্রা দিয়ে দেখাচ্ছে যে তার কাছে কিছু বাস্তবিক জিনিস আছে, যে সে দেখাতে পারে সে অন্য দেশের নাগরিক। সেটাই হল সেই কারন।

42 কিন্তু তবুও যেসব লোকেরা ওরকম করে, ওইসব লোকেরা যারা ওরকম বস্ত্র পরিধান করে, আমায় আপনাদের বলতে দিন। দক্ষিন আফ্রিকাতে, যখন আমি দেখলাম ত্রিশ হাজার অপক্ক বর্বর, নগ্ন, স্থানীয় অধিবাসীদের। ষোল, আঠেরো, কুরি বছর বয়স্ক মেয়ে এবং ছেলেরা, যাদের দেহে এক ফোটাও কাপড় ছিল

না, তাদের মুখমন্ডলে কাদা লাগানো অবস্থায় তারা দাঁড়িয়ে ছিল, আর রঙ লাগানো ছিল, তাদের নাকের ভেতরে হাড় ছিল, আর তাদের কানে কাঠের টুকরো ঝুলছিল, আর আড়াআড়ি ভাবে মানুষের হাড় বা কোন কিছুর হাড় তাদের চুলে লাগানো ছিল, পশুদের দাঁত সেগুলোর ওপর ঝুলছিল, তারা নগ্ন ছিল যখন থেকে তারা পৃথিবীতে এসেছিল, আর তারা সেটা জানতো না। কিন্তু যখন তারা খ্রিষ্টকে গ্রহন করলো, আর তাদের মুখমন্ডলের ওপর পড়ে গেলো, আর পবিত্র আত্মাকে গ্রহন করলো, তারা উঠে দাঁড়ালো, আর তাদের হাতগুলো বুকের কাছে ভাজ করে নিলো তাদের লজ্জা লুকানোর জন্য, তারা ওখান থেকে দূরে গেলো এবং কাপড় খুঁজে নিয়ে পরিধান করে নিলো। কেন ? তারা এই জগতের জন্য বিদেশী ও প্রবাসী হয়ে গিয়েছিলো। হাল্লেলুইয়া ! তারা ঈশ্বর থেকে দূরে ছিল। হ্যাঁ মহাশয়।

43 ওহ, হ্যাঁ, এই লোকেরা নিজেদের খ্রিষ্টান বলে। তারা গির্জার সাথে যুক্ত হয়। তারা বাইরে যায় আর বলে, "আমরা মেথডিস্ট। আমরা ব্যাপটিস্ট। আমরা পেন্টিকোস্টাল। আমরা সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট। আমরা *এটা, ওটা*, এবং *অমুক।*" ওগুলোর এর সাথে কোন সম্পর্কই নেই। আপনার আত্মা, আপনার মধ্যে যে আত্মা আছে, আপনাকে পরিচালিত করে এবং আপনি কি তা বলে দেয়। যীশু বলেছেন, "তাদের ফল দ্বারা তাদেরকে চিনবে।"

44 মন্ডলীও প্রথমে ইস্রায়েলের মতও হয়ে গিয়েছে। তারা সকল ধর্মহীন জাতিকে দেখেছে যে তাদের কাছে রাজা আছে। ঈশ্বর তাদের রাজা ছিলেন। আর তারা ধর্মহীন জাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল যে তাদের কাছে রাজা আছে, তাই তারাও ধর্মহীন জাতিগুলোর ন্যায় আচরণ করতে শুরু করে দিল, আর তারা নিজেদের জন্য রাজা নিয়ে আসলো। আর যখন তারা এরকম করলো, তারা সমস্যায় পড়ে গেলো। ধিরে ধিরে এটা আসতে শুরু করলো। ধিরে ধিরে জাগতিক বিষয়গুলো তাদের জীবনে যুক্ত হতে শুরু করলো। পরিশেষে তারা আহাবে গিয়ে শেষ করলো। এক এক করে প্রত্যেক রাজা জাগতিকতার এতো কাছাকাছি আসতে থাকলো এবং অবশেষে তাদের মধ্যে যে জীবন ছিল তা চাপা পড়ে গেলো। আর সেখানেই তারা চলে গেল। আর যখন সেই প্রকৃত রাজা এলেন, তারা তাকে চিনতে পারলো না।

45 ঠিক এই কাজটিই মণ্ডলী করেছিল। সে দত্তকরূপে গ্রহন করে নিয়েছিল জগতকে। এখানেই আপনি আছেন। সে রাজনীতিকে, শিক্ষাকে দত্তকরূপে গ্রহন করে নিয়েছে। সে সংস্থাকে, সমাজকে, বড় গির্জাকে, গালভরা শব্দপূর্ণ প্রচারককে দত্তকরূপে গ্রহন করে নিয়েছে। আর যখন প্রকৃত রাজা আসেন, তারা তাকে জানে না। আর তারা সেই পবিত্র আত্মাকেই ক্রুশে দিচ্ছে যিনি তাদের প্রকৃত রাজা। তারা তাকে জানে না, কিন্তু তারা তাকে উপহাস করে এবং তাকে নিয়ে রঙ্গ করে। ঠিক যেমন জিহুদিরা খ্রিষ্টের প্রতি করেছিল, আজ মণ্ডলীও একইভাবে তাদের খ্রিষ্টের প্রতি করছে। তারা এটা জানে না। তাদের আত্মিক দৃষ্টিশক্তি নেই, কারন তারা তাদের চোখে এতটাই অন্ধ হয়ে গেছে আর তারা যা দেখে, বড় বড় ভবন, তারা জগতের সাথে তুলনা করে চলছে। আমাদের কখনই জগতের সাথে তুলনা করবার জন্য উৎসাহ—উৎসাহ দেওয়া হয় নি। আমাদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে নম্র হওয়ার জন্য।

46 আর, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে একজনও অনেক বেশী। আর আজ ক্ষেত্রে যে সব সুস্থতাদানযুক্ত সুসমাচার প্রচারকগন আছে, তাদের মধ্যে এতই প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

একজন বলে, “আচ্ছা, ঈশ্বরের মহিমা হোক, আমার কাছে কত হাজার লোক আছে। তোমার থেকেও আমার সভা আরও বড়।” এতে কি আসে যায় ? আমাদের কাছে একজনই থাকুক বা দশ লক্ষ জন থাকুক, এতে কি আসে যায় ? আমরা কি ঈশ্বরের প্রতি সত্য আছি ? আমরা কি তার বাক্যের প্রতি সত্য আছি ? আমরা কি পবিত্র আত্মার পরীক্ষায় স্থির থাকি ? এটি কি সত্য ? সেটাই হল আসল বিষয়।

47 কিন্তু আমরা বাইবেলের সাথে আপস করি। আমাদের প্রচুর পেন্টিকোস্টাল লোকেরা, বাইবেলের মৌলিক মতবাদের সাথে আপস করে চলছে। সেখানে... আমি কারও অনুভুতিকে আঘাত করতে চাই না। আমি আমার নিজের মণ্ডলীতে আছি, আর আমি অনুভব করি যে আমি—আমি আমার মণ্ডলীতে যা প্রয়োজন তা করতে পারি, কারন আমি সুসমাচার প্রচার করি। কিন্তু সেখানে দশ হাজার পেন্টিকোস্টাল প্রচারকরা জানে যে “পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মার” নামে বাপ্তিস্ম বাইবেলে কোথাও নেই। আমি আর্চ বিশপকে, অথবা যে কোন ব্যক্তিকে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছি, যে আমাকে দেখান যে বাইবেলে কোথায় কখনও কোন ব্যক্তির “পিতা, পুত্র, পবিত্র আত্মার” নামে বাপ্তিস্ম হয়েছে। কিন্তু তারা আপস করে, যেহেতু তাদের সংস্থা এরকম করেছে। নতুন নিয়মে একজন ব্যক্তিও নেই, আর তিনশো বছরের ইতিহাসে কোন ব্যক্তি ছিল না, কিন্তু কেবল প্রভু যীশু খ্রিষ্টের নামেই সকলে বাপ্তিস্ম নিয়েছিল। এ কে ছিল যে এরকম করেছে ? সংস্থা। সেই এটা করেছিল। আপস করে !

48 আর আজ তারা সব রাস্তায় প্রচার করবার লোকদেরকে সরিয়ে দিয়েছে। তারা গির্জা থেকে খঞ্জনিকে সরিয়ে দিয়েছে। তারা মণ্ডলীর সমস্ত মহিমাকে বের করে দিয়েছে আর সেখানে নিয়ে এসেছে শিক্ষাস্থান থেকে শিখে আসা প্রচার, পুরানো বৃদ্ধ ঝুটিওয়ালা মোরগের মত প্রচার, সমাজে সব পালিশ করা উপাদান, তাদের মহিলারা ছোট ছোট কাপড় এবং বস্ত্র পরিধান করছে যা তাদের চামড়ার গভীরে চলে গিয়েছে, আর পুরুষেরা সিগারেট পান করছে, আর জুয়া খেলছে, আর নোংরা রসিকতাপূর্ণ গল্প বলছে। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এটা লাঞ্ছনার বিষয় ! আমি জানি যে এটা শুনতে খুব খারাপ লাগে, কিন্তু এটাই হল সময় কারও কিছু বলার। আপস করে চলা, আত্মসমর্পণ করা, জগতের মত আচরণ করে চলা !

49 আমি পরোয়া করি না যে যদি আমাকে একাই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কাউকে চাই না কিন্তু শুধু ঈশ্বরকে চাই, আমি ঈশ্বরের বাইবেলের সত্যই প্রচার করবো আর এর জন্যই দাঁড়িয়ে থাকবো। যদি আমি মরেও যাই, আমি সত্যের জন্যই দাঁড়িয়ে থাকবো। নিশ্চিত ভাবেই। আমরা সত্যকে চাই। আমি মণ্ডলীর সাথে পরিমাপ করবো না, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে আমি পরিমাপ করতে চাই।

50 কিন্তু দলীলা, আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন, সে জানতো যে শিমশোনের কাছে ক্ষমতা ছিল। আর সে জানতো না যে সেই ক্ষমতা কোথায় ছিল। সে বলতে পারতো না যে সেই ক্ষমতাটি কি ছিল, কিন্তু জানতো যে শিমশোনের কাছে কিছু মহান ক্ষমতা ছিল, আর সে তার উৎস জানতে চাইত। আর, যেহেতু দলীলা শিমশোনকে তার সৌন্দর্যের ফাঁদে ফেলতে লাগলো, ওহ্, সে প্রকৃত ভাবেই যৌনতা উত্তেজক বস্ত্র পরিধান করতো, আর সে তার সামনে হেঁটে চলতো আর সে আজকের দিনের কমবয়সী মেয়েদের মত মনোযোগ আকর্ষিত করে চলতো, আর ওসব করে চলতো আর অন্য রকম আচরণ করে চলতো, শারীরিক আকর্ষণ দিয়ে, শিমশোনকে তার সাথে বিবাহের বাসনার ফাঁদে ফেলতে লাগলো।

51 ঠিক এমনটাই জগত মণ্ডলীর সাথে করে থাকে। এখন তোমার সেই মহান শক্তি কোথায় আছে ?

52 "আচ্ছা, যদি আমরা সংস্থাবদ্ধ হই, তাহলে সেই শক্তি চলে যাবে।" ক্যাথলিক মণ্ডলী ঠিক এটাই করেছিল।

53 "শিমশোন, পলেস্টিয়রা তোমাকে ধরিল"। আর লুথার বেরিয়ে এল।

54 তারপর তারা আবার সংস্থাবদ্ধ হয়ে গেলো। "যদি আমাকে আরও একটি দড়ি দিয়ে বাধা হয়, তাহলে সেটা আমাকে ধরে রাখবে।" তারা তাই করলো।

55 "শিমশোন, পলেস্টিয়রা তোমাকে ধরিল"। কি ঘটলো ? ওয়েসলি বেরিয়ে এল আর সেই দড়িকে ছিরে ফেললো।

56 "এখন তুমি আমাকে সব সময়ই উপহাস করে এসেছ। তুমি কি জান না যে আমি তোমাকে ভালবাসি, শিমশোন ? ঠিক আছে, তোমার হৃদয়ের সত্য আমায় খুলে বল।"

"ঠিক আছে, তুমি আমাকে আরও একটি দড়ি দিয়ে বেধে দাও।"

57 "ঠিক আছে, এখন আমরা ওটা করবো।" ওটা কি ছিল ? ওটা সংস্থার দড়ি ছিল।

58 "তুমি আমাকে স্বাধীন হয়ে যেতে দাও, যেন আমার কোন সংস্থা না থাকে। তখন আমি তোমায় বলবো, তুমি আমায় ভাঙতে পারবে।" এভাবে পেন্টিকস্টালরা বেরিয়ে এল। তোমার ক্ষমতা কোথায় ?...

"পলেস্টিয়রা তোমাকে ধরিল।" আর সে দড়িটি আবার ছিরে গেলো।...

59 কিন্তু এখন কি হয়েছে ? এটা পেন্টিকস্টালদেরও ধরে নিয়েছে, তাদের পালক হওয়ার জন্য বড় বড় ডক্টর অফ ডিভিনিটি অথবা ধর্মশাস্ত্রের বিদ্বান, কিছু মহান ব্যাক্তিদের তারা গ্রহন করে নিয়েছ। তারাও ঠিক ব্যাপটিস্ট অথবা মেথডিস্ট অথবা বাকিগুলোর মত অনেক শিক্ষাস্থান, এবং প্রথা গ্রহন করে নিয়েছে। কোন মণ্ডলীর ভেতরে যান, আর আপনি একটিও "আমেন" শুনতে পাবেন না, উত্তর মেরুর একদল এস্কিমোদের মত তারা একেবারে ঠান্ডা। ঠান্ডা! উদাসীন, "আর এখন পলেস্টিয়রা তোমাকে ধরিল, শিমশোন।

60 পলেস্টিয়রা তোমাকে ধরিল, আমেরিকা। আত্মার সেই একতা কোথায় ? পেন্টিকোস্টদের সেই একতা কোথায় ? অ্যাসেম্বলিস অফ গড, আর ইউনাইটেড, আর চার্চ অফ গড, আর *এটা, ওটা,* আর *অন্যটা*, প্রত্যেকের কাছেই আলাদা আলাদা প্রথা, এইটা *ঐ* রীতির সাথে, ওটা *ঐ* রীতির সাথে। আমরা আজ এতটাই বিভক্ত যে আপনি একটি শহরে গিয়ে আত্মিক উদ্দিপনা সভা রাখুন, যদি একটি চার্চ এর খরচা ওঠায়, তবে বাকি চার্চগুলো এমনকি উপস্থিতই হবে না। সাম্যবাদ তোমাকে ধরল, আমেরিকা।

61 আমদের শক্তি কোথায় ? আমদের মহিমা কোথায় ? এটা কি ? কারন আমরা ঈশ্বরের শক্তির পরিবর্তে মনুষ্যের জ্ঞানের পেছনে গিয়েছি! কেন, তারা আমদের প্রচারকদের এতো কঠিন ও অনমনীয় বানিয়ে দিয়েছে, তারা আমাদের এমনভাবে সংস্থাবদ্ধ করে রেখে দিয়েছে যে আমরা অনমনীয় এবং জেদি হয়ে পড়ে রয়েছি, লোকেরা...আপনারা কি মণ্ডলীতে আর কোন চিৎকার শুনতে পান ? আপনি আর কাউকেও কাঁদতে শুনবেন না। বিলাপকারীদের চেয়ারগুলোকে অন্য ঘরে

সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মণ্ডলীর ভেতরে আর কোন মহিমা নেই। আমরা কেবল এটাই করি যে হেলান দিয়ে বসে যতোটা সম্ভব কঠিন হয়ে বসে থাকি। আমরা স্বাধীন নই। আমরা বদ্ধ। শয়তান, তার আধুনিক মন্দ আত্মাগুলোর দ্বারা জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলীকে বেধে দিয়েছে। এটা ঠিক। মণ্ডলীতে আর কোন শক্তিই নেই। আর কোন স্বাধীনতা নেই। লোকেরা এতটা আড়ষ্ট এবং কঠিন হয়ে গিয়েছে! কেন, ঈশ্বর পেন্টিকোস্টাল লোকদের মধ্যে নেমে আসতে পারেন, আর তিনি দেখাতে পারেন যে তিনিই ঈশ্বর, আর তার পুনরুত্থানের চিহ্নকেও প্রমান করে দিতে পারেন, তবুও এটা তাদের ঝাকিয়ে তোলে না। মহিমা! কেন? এটা একটা কলঙ্কের ব্যাপার! আমি দেশের চারিপ্রান্তে হেঁটে যাই, ঈশ্বর কাজ করেন, তার চিহ্নকে প্রকাশ করেন, আর লোকেরা বসে থাকে, আর, "আচ্ছা, আমার অনুমান যে সেটা ঠিক আছে। ওহ, আমি জানি এটা করা যেতে পারে।" এটা তাদের নাড়ায় না! কেন? কারন তারা দলীলা, অর্থাৎ জগতের সাথে বদ্ধ। তারা শেকলে বদ্ধ।

62 এখন তারা এমনকি তাদের নিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত গির্জার সংঘে বেধে দিচ্ছে। "পলেস্টিয়রা তোমাকে ধরিল, শিমশোন।" এই ব্যাপারে আপনি কি করবেন?

63 "ওহ, আমদের কাছে বড় সংস্থা আছে।" নিশ্চয়ই। "আমাদের কাছে আরও বেশী সংখ্যক সদস্যপদ আছে যা আগে আমাদের কাছে কখনও ছিল।" কিন্তু সেই আত্মা কোথায়? সেই পরিত্র আত্মা কোথায়?...

64 শয়তান এটাই করে রেখেছে। এটা মণ্ডলীকে ফাঁদে ফেলে দিয়েছে। এটা মণ্ডলীকে অনবরত ফাঁদে ফেলে যাচ্ছে, "আমার কাছে এস, আমি তোমাকে এখানে এক বড় আরাধনালয় বানিয়ে দেব, যদি কেবল তুমি *এটা* করো। যদি তুমি তোমাদের মধ্য থেকে সেই অতি গোঁড়া প্রচারকটিকে বের করে দাও, আর এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসো, একজন ডক্টর অফ ডিভিনিটি বা ধর্মশাস্ত্রের বিদ্বান ব্যক্তিকে যার অনেক জ্ঞান আছে। আমরা একটা সুন্দর বড় শৈল্পিক গির্জা ঘর বানিয়ে দেব আর আমরাও বাকিদের মত হয়ে যাব।" আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ! বরং এমন ব্যক্তিকে নিয়ে আসুন যে হয়ত বিন থেকে কফি ভাঙতে পারে না, কিন্তু সে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ। সেটা ছিল ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা একজন আপসহীন ব্যক্তি।

65 কিন্তু এটা এতো অনমনীয় হয়ে গিয়েছে, যে কোন দরিদ্র ধার্মিক ব্যক্তি সভার মধ্যে যায় এবং অন্য ভাষা বলত শুরু করে, অথবা একটু চিৎকার করে প্রভুর প্রশংসা করে, অথবা কিছু করে, আর বাকি সবাই রাজহংসের মত তাকে ঘিরে দেখতে থাকে। "ওগুলো কি? আচ্ছা, আশ্চর্য ব্যাপার, সে কেন এরকম করছে? সে নিশ্চই কোন পাগল হবে যে কোন জায়গা থেকে এখানে ভেতরে চলে এসেছে।" আপনারা জানেন এটাই সত্য! কোন দিন দরিদ্র ধার্মিক ব্যাক্তি ভেতরে এসে, আধিক আনন্দে সে হাত উত্তোলন করে, আর চিৎকার করে এবং প্রভুর আরাধনা করে, এমন ব্যক্তি যে সুসমাচারের প্রচার শুনে "আমেন" বলে চিল্লিয়ে ওঠে, আর বাকি লোকেরা তার দিকে ঘুরে দারায় আর দেখতে থাকে সে কি বলে। ওটাই হল আজকের পেন্টিকোস্টাল লোকদের অবস্থা। সমস্যাটি কি? সমস্যা হল আপনারা নিজেদের মেথডিস্টের, ব্যাপ্টিস্টের, আদর্শ অনুসারে গঠন করছেন; তারা ক্যাথলিকের আদর্শ অনুসারে নিজেদের গঠন করেছে; ক্যাথলিক নরকের আদর্শ অনুসারে নিজেদের গঠন করেছে। আর সকলে মিলে নরকের দিকে যাচ্ছে! একদম ঠিক।

66 দলীলা আজকে বড় বড় গির্জা ঘর, সুন্দর, শিক্ষিত প্রচারক, উন্নততর শ্রেণীর লোক দ্বারা আপনাকে বিবাহ প্রস্তাব দিয়েছে। "ওহ, আপনি জানেন, ওখানে নিচে *অমুক অমুক* ব্যক্তি হলেন কোটিপতি, যদি আমরা তাকে আমাদের ধর্মসভায় আনতে পারি! ওহ আমার ঈশ্বর!" যদি সে দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত না হয়ে থাকে তবে সে সেখানে থাকার যোগ্য নয়। আমি পরোয়া করি না তার কাছে কোটি কোটি ডলার আছে কিনা। যদি সে চল্লিশটি ক্যাডিলাক গাড়ীর মালিক হয়, তার কাছে যা কিছু থাকুক না কেন, তাকে অবশ্যই দ্বিতীয় জন্ম লাভ করতে হবে, তাকে ঠিক নতুন জন্ম পর্যন্ত আসতে হবে, আর পবিত্র আত্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টি হতে হবে, আর এক নতুন জন্মের দ্বারা তাকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, নাক ঝেরে (মাফ করবেন) ক্রন্দন করে আর চিৎকার করে যেভাবে অন্যেরা করে, আর তারপর তাকে তার জীবন যাপনের দ্বারা প্রমান করতে হবে যে সে সেটা পেয়েছে। আমেন। এটাই আপনার আজ প্রয়োজন।

67 "শিমশোন, পলেস্টিয়রা তোমাকে ধরিল।" সাম্যবাদ তোমাকে ধরিল। জগত তোমাকে ধরিল। শয়তান তোমাকে ধরিল।...

68 তারা ফিরে যায় আর তারা দেখে যে ঈশ্বরের আত্মা অদ্ভুত কর্মকে প্রকাশ করছেন আর তার পুনরুত্থানের চিহ্ন সকলকে দেখাচ্ছেন, যেমন যীশু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তারা বলে, "আপনি জানেন, আমার মনে হয় ভাই ব্রানহামের কাছে মস্তিস্ক পড়ে নেওয়ার বিদ্যার জ্ঞান আছে। আমার পালক বলেছেন যে এটা শয়তান হতে।"

69 তোমরা দরিদ্র, কপটি, প্রতারণাকারী বিধর্মী, পালিশ করা লোকেরা, তোমরা মেষের বস্ত্র পরিহিত শৃগালেরা! যীশু বলেছেন, "তোমরা যদি আমাকে জানতে, তোমরা আমার দিনকেও জানতে।" কিন্তু তোমরা তো শৌলের মত লোকদের দল যে বাকি জগতের মত বাকি লোকদের মত হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

70 আমরা তো সেইরূপ ঈশ্বরের লোকদের চাই যারা বাক্যের সাথে আপস করে না, কিন্তু সত্যকে প্রচার করে এবং পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের সাথে স্থির থাকে।

71 কিন্তু জগত কি করেছে? সে আপনার সমস্ত শক্তি খুর চালিয়ে কামিয়ে নিয়েছে। আপনার জন্ম এক নাসরতীয় পেন্টিকোস্ট রূপে অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু জগত আপনার সমস্ত শক্তি খুর চালিয়ে কামিয়ে নিয়েছে। এখন এটা আপনাদের বাকি লোকদের মত শুষ্ক বানিয়ে দিয়েছে।

72 আমরা কি করতে চলেছি? কি ঘটতে চলেছে? এই বিষয়কে সমাপ্ত করবার জন্য আমি এক মহান বিষয়কে কল্পনা করতে পারছি।

73 যখন শিমশোন বন্ধনে পড়ে ছিল, আমাদের মধ্যে কোন আত্মিক উদ্দীপনা আসতে পারে না। আমাদের বিশ্বস্ত ভাই বিলি গ্রাহামের কথা একটু শুনুন, যিনি বলেন, "আমাদের দিনে আত্মিক উদ্দীপনা এসেছে!" ওরাল রবার্টের চিৎকার শুনুন, "আমাদের দিনে আত্মিক উদ্দীপনা এসেছে!" বাকিদের কথা শুনুন, সবাই বলে, "আমাদের দিনে আত্মিক উদ্দীপনা এসেছে!" আমরা আত্মিক উদ্দীপনা কি ভাবে পেতে পারি যখন আমরা বন্ধনে পড়ে আছি? আমরা পবিত্র আত্মাকে বেধে রেখেছি, আমাদের সংস্থা এবং পরম্পরা দ্বারা, আর এ অবস্থায় আমরা একটি পবিত্র আত্মার আত্মিক উদ্দীপনা পেতে পারি না। আমেন। আমি জানি যে এগুলো ঝলসে দেওয়ার মত গরম কথা, কিন্তু এটা সত্য। আমরা পবিত্র

আত্মার আত্মিক উদ্দীপনা কিভাবে পেতে পারি যখন আপনারা এতটাই বন্ধনে আছেন আর কঠিন হয়ে পড়ে আছেন! “ভক্তির বেশধারী,” যেমন বাইবেল বলেছে যে তাদের কাছে এরকম লোক থাকবে। “ভক্তির বেশধারী, কিন্তু তার শক্তির অস্বীকারকারী।” কিসের শক্তি? নামধারী সংস্থার শক্তি? জগতের শক্তি? নামধারী গির্জার শক্তি? পবিত্র আত্মার শক্তি! ওটাই হল মণ্ডলীর মধ্যে গুপ্ত স্থান। কিন্তু যখন মণ্ডলী পুরনো ধরনের পবিত্র আত্মার পরিবর্তে শিক্ষিত প্রচারকদের গ্রহন করে নেয়, আর বড় অট্টালিকা এবং জাঁকজমককে গ্রহন করে নেয়, তাদের আবার মিশনে থাকা উত্তম। আমেন। সত্যই। আপনি কিভাবে একটি পবিত্র আত্মার আত্মিক উদ্দীপনা পেতে পারেন, যখন লোকেরা তাকে নিভিয়ে দেয়, বেধে দেয়, আর তাকে দেখে ভয় পায়? এখানেই সমস্ত সমস্যা উৎপন্ন হয়।

74 “পলেস্টিয়রা তোমাকে ধরিল।” কিন্তু একটা আশীর্বাদযুক্ত আশা আমাদের কাছে আছে, যখন শিমশোন কারাগারে ছিল...

75 তারা যখন তাকে ধরেছিল তখন প্রথমে তারা তার সাথে কি করেছিল? প্রথমে তারা তাকে বেঁধে দিয়েছিল। তারা তার শক্তি কেড়ে নিয়েছিল, কারন তারা তার রহস্যকে জেনে গিয়েছিলো। তারা আপনার রহস্যকে জেনে গিয়েছে। জগত আপনার রহস্যকে জেনে গিয়েছে। এখন মহিলাগন আপনারা আপনাদের চুল ছোট করেন, এটা তো জগতের মত করে চলা হয়ে যায়। পরুষেরা আপনারা সকলে যান এবং জগতের মত আচরণ করেন। আশ্লিল ঠাট্টা করেন, বাইরে যান আর কিছু সিগারেট পান করেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীদের সাথে ঘোরাফেরা করেন, আর ঐ ধরনের সব কিছু করেন, আর চাকরি ধরে রাখার জন্য একটু সামাজিক সুরা পান করেন। আমি বরং আমার খালি পেটে শুয়ে থাকবো, কিছু সোডা ও বাদাম জাতীয় কিছু খেয়ে এবং স্রোতের জল পান করে থাকবো, কোন ধরনের চাকরির জন্য আপস করে চলার থেকে বরং আমি ঈশ্বরের সামনে শুদ্ধ ও সিদ্ধ হয়ে থাকবো। এটা ঠিক। সত্য। ঈশ্বরের প্রতি সত্য হয়ে থাকুন।

76 “শিমশোন, পলেস্টিয়রা তোমাকে ধরিল।” ব্রানহাম টেবারনেকাল, জাগতিকতা তোমার মধ্যে ধিরে ধিরে প্রবেশ করছে। এই বিষয়ে কি করবে? তুমি কি তোমার রহস্যকে জানিয়ে দিয়েছ? তুমি কি তোমার সেই রহস্য জানিয়ে দিয়েছ যা ঈশ্বর তোমাকে দিয়েছিল যখন তুমি কয়েক বছর আগে মাটির মধ্যে গরাগরি দিচ্ছিলে? তুমি কি সামাজিক, বাহ্যিক আরাধনার মধ্যে দিয়ে সেই রহস্যকে জানিয়ে দিয়েছ? তোমার কি হয়েছে? ঈশ্বর নেমে আসতে পারেন আর কোন অদ্ভুত কাজকে ঠিক শ্রতাদের মধ্যে করতে পারেন আর লোকদেরকে তাদের হৃদয়ের কথা প্রকাশ করে দিতে পারেন, আর সবকিছু করতে পারেন, আর অসুস্থ ও পীড়িতদের সুস্থ করতে পারেন, আর চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষন দেখাতে পারেন আর যতোটা প্রভাবযুক্ত ভাবে করা যায় সেই ভাবে তারা পবিত্র আত্মার দ্বারা তার বাক্য প্রচার করতে পারেন; আর তারপর লোকেরা বলে, “আচ্ছা, আমার অনুমান ওটা ঠিক আছে। আমরা কখনও কখনও ঐ বাক্য শুনতে খুবই আনন্দ উপভোগ করি, যদি তা লম্বা ও ক্লান্তিকর না হয়।” ব্রানহাম টেবারনেকালের এই অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। পলেস্টিয়েরা তোমাকে ধরল।

77 যখন, এরকম হত যখন বাক্য প্রচারিত হত তখন পুরনো ধার্মিক ব্যক্তিদের চোখে জল চলে আসতো, তারা সকলে দাঁড়িয়ে পড়তো আর এদিক ওদিক অস্থির হয়ে চলাফেরা করতে লাগতো, হয়ত একটি শব্দও না বলে, কেবল চলাফেরা

করতো, দু-তিন বার করতো আবার বসে পড়তো, তারা পবিত্র আত্মায় এতটা পূর্ণ থাকতো! বাক্য তাদেরকে খাওয়াত! “মনুষ্য কেবল রুটিতে বাচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ নির্গত প্রত্যেক বাক্য দ্বারা বাচিবে।” পলেস্টিয়েরা তোমাকে ধরল, ব্রানহাম টেবারনেকাল।

পলেস্টিয়েরা তোমাকে ধরল, হে পেন্টিকোস্টাল।

78 নিশ্চয়ই, পলেস্টিয়েরা তোমাকে ধরে ফেলেছে, তোমাদের বাকি লোকদেরকেও, যখন তোমরা অনেক সময় পূর্বে নিজেদেরকে খুবই শক্ত করে সংস্থাগত করে বেঁধে ফেলেছিলে, সংস্থাগত না হলে কেউই ভেতরে প্রবেশ করতে পারতো না যতক্ষণ না সে একজন প্রেসবিটারিয়ান, ব্যাপটিস্ট, মেথডিস্ট, ক্যাথলিক অথবা এরকম কিছু না হয়ে থাকে। আপনাদের সেই বাকি লোকদের সাথে মেলানোর কোন প্রয়োজনই ছিল না।

79 সুতরাং, আমাদের দিনে আত্মিক উদ্দীপনা এসেছে? কিভাবে আমরা এটা পেতে পারি যখন আত্মিক উদ্দীপনাকে যারা আনবেন তারাই এই জাগতিক বিষয়ের দ্বারা বন্ধনে পড়ে আছে? আপনি এই কথাকে নিশ্চিতরূপে স্বীকার করে নিন যে যেখানে জাগতিকতা আছে সেখানে ঈশ্বর কখনও আসবেন না। আপনি নিজেকে যখন জগতের সাথে জুড়ে নেন, তখন তার সাথে আপনার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। যখন আপনি জাগতিক বিষয়গুলোকে নিজেদের মধ্যে আসতে দেন, জগতের মত আচরণ করতে শুরু করে দেন, তখনই আপনি শেষ হয়ে যান। কিন্তু যখন আপনি জগতের সব শেকলগুলো কেটে ফেলবেন, তখন ঈশ্বর আসবেন, আর আপনাকে ব্যাবহার করবেন যতক্ষণ না আপনি আবার পথভ্রষ্ট হয়ে যান।

80 আজকের এই বার্তাকে শেষ করবার পূর্বে আমার কাছে একটিই আশা আছে, আর সেটা হল, “যখন শিমশোন বন্ধনে ছিল, তখন একগুচ্ছ নতুন চুল গজীয়ে উঠেছিল।”

81 ঈশ্বর অন্তিম সময় আসার পূর্বে আমদেরকে আরও একটি মণ্ডলী দিয়েছেন, যেন পবিত্র আত্মার পরাক্রম তার কাছে আসে, আত্মার বাহ্যিক প্রকাশের সাথে, এবং মার্ক ১৬ অধ্যায়ের প্রতিজ্ঞা মণ্ডলীর পেছন পেছন চলে, প্রেরিত ২:৪, প্রেরিত ২:৩৮, এগুলো সব যেন মণ্ডলীর পেছন পেছন চলতে থাকে। প্রেরিতদের সাথে চিহ্ন আর অদ্ভুত লক্ষন প্রকাশিত হতে থাকে। তার পুনরুত্থানের মহান চিহ্ন তাদের সাথে চলতে থাকে। আমরা যখন কারাগারে আছি, নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বর কোথাও না কোথাও শস্য উৎপন্ন করছেন, যেন তার পর সব কিছু বিনষ্ট করা যায়। আমার খ্রিষ্টান বন্ধুগন, আজ এই সকালে এমন হোক যেন সেই ফসল আপনারাই হন, আপনাদের শক্তি আবার বৃদ্ধি পেতে শুরু হয়ে যায়। আমি প্রার্থনা করি যেন আজ সকালে এই বার্তা, যে কোন জায়গায় বাইরে বিভিন্ন স্থানে শোনা হয়, আমি বিশ্বাস করি যে এটি আপনাদের আচার আচরনে পৌষ্টিক ভিটামিন প্রদান করবে যা আপনার জীবনে আবার এক আত্মিক শক্তিকে উৎপন্ন করবে।

আসুন আমরা মাথা নত করি আর প্রার্থনা করি।

82 ওহ প্রভু ঈশ্বর, আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাণকর্তা, অনন্ত জীবনের রচয়িতা, এবং সমস্ত উত্তম এবং আত্মিক দানের দাতা, এই সকালে এই বাক্যগুলো নিন এবং সেগুলোকে হৃদয়ে বপন করে দিন, আর সেগুলোকে জল দ্বারা সিক্ত করুন, প্রভু। হতে দিন যেন লোকেরা এই বিষয়গুলোর জন্য প্রার্থনা করে, আর

দেখতে পায় যে জগত মণ্ডলীকে বিবাহের প্রলোভন দিয়ে রেখেছে আর অবশেষে তার শক্তির রহস্যকে জেনে ফেলেছে, তার গুপ্ত স্থানের সন্ধান পেয়ে গিয়েছে, আর জেনে গিয়েছে যে এর রহস্য কোথায় লুকিয়ে আছে, আর সেটাকে ক্ষুর চালিয়ে কামিয়ে ফেলেছে। সে সেই লোকদেরকে সরিয়ে ফেলেছে যারা একসময় বিজয়ীর ন্যায় চিৎকার করেছিল, এক সময় যাদের কাছে বিজয় ছিল, আর লোকদেরকে এইভাবে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে, যে তারা বুধবার টেলিভিশনে বা টিভিতে অনুষ্ঠান দেখবার জন্য ঘরেই থেকে যায়। তাদের হৃদয় থেকে আনন্দকে কেড়ে নিয়েছে এবং তাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের স্থানে জগতের প্রতি অধিক প্রেম দিয়ে ভরে দিয়েছে। তাদেরকে আরও বেশী জাগতিক ইচ্ছা দিয়ে দিয়েছে, জাগতিক মনোরঞ্জনের অভিলাসা দিয়ে দিয়েছে, এর পরিবর্তে যে তাদের মধ্যে সুসমাচারের প্রচার শুনবার ইচ্ছা হয়। আজ যদি বাক্যের প্রচারে জাগতিক হৈহল্লা না হয়, আর এগুলো চলতে না থাকলে, এবং উত্তেজনাপূর্ণ চেচামেচি আর ওগুলো না চললে, তারা পুরনো সুসমাচার আর শুনতে চায় না, তারা এরকম সুসমাচারকে শুনতে অগ্রাহ্য করে দেয় যা প্রানে খুশির অশ্রু এনে দেয়, যা আত্মিক আরগ্যদান দেয়, যার দ্বারা মণ্ডলীতে প্রেরিতদের মত সেই আত্মিক দানগুলো ফিরিয়ে আনে, যা পুনরুত্থিত খ্রিষ্টকে, আজকের দিনের খ্রিষ্টকে দৃশ্যে নিয়ে আসে।

83 যেভাবে ইস্রায়েল জাতি তাদের জাগতিক রাজাদের দ্বারা এতটাই বন্ধনে পড়ে গিয়েছিলো, যে প্রকৃত রাজাকে অনুসরণ করতে তারা ব্যার্থ হয়েছিল; আর প্রকৃত রাজা, যখন তিনি এসেছিলেন, তারা তাকে চিনতে পারে নি। আজও এই অবস্থাই চলছে। ও প্রভু, মহিমার রাজা পবিত্র আত্মারূপে উপস্থিত হয়েছেন, আর প্রভু, তারা এটা জানে না। তারা এটা চিনতে পারে না। তারা সংস্থার বন্ধনে এতো শক্ত করে বদ্ধ হয়ে গিয়েছে, যে তারা এটা বুঝতে পারে না, কারন এটি তাদের সংস্থা দ্বারা আসে নি। প্রভু এটা শয়তানের কাজ যা সে এই লোকদের প্রতি করেছে।

84 হতে দিন যেন ঈশ্বরের শিমশোন, হতে দিন যারা হৃদয়ে সত্য, যারা আকাঙ্ক্ষিত, এবং ক্রন্দনরত এবং অনুনয়কারী ও এটি ধরে রেখেছে, তারা যেন এই বাক্যের সাথে স্থির থাকে, যতক্ষণ না এই নতুন শস্য বেড়ে ওঠে, যতক্ষণ না সিয়নে আবার এক আনন্দ ফিরে আসে, আর সেখানে এমন এক মণ্ডলী এসে না যায় যারা চিন্তে ও বুঝতে পারে, তারা খ্রিষ্টকে ও তার গুপ্ত শক্তিকে দেখতে পারে যা জগতের থেকে গুপ্ত আছে, যা তারা এখন বুঝতে পারছে না। প্রভু এই প্রার্থনা গ্রহন করুন, যেন তারা এই বিষয়টি দেখতে পারে। কারন আমরা এটি যীশুর নামে চাই, আমেন

[টেপে রিক্ত স্থান—সম্পা]
...এখন সেই শক্তি।
ও প্রভু, ঠিক এখন সেই শক্তিকে প্রেরন করো
আর প্রত্যেককে বাপ্তাইজিত করো।

তারা ছিল সেই উপরের ঘরে,
তারা ছিল সকলে এক ঐকতানে,
যখন পবিত্র আত্মা এলেন নেমে,
যা প্রভু প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলেন।

ও প্রভু, তোমার শক্তিকে প্রেরন করো এখন,
ও প্রভু, তোমার শক্তিকে প্রেরন করো এখন,
ও প্রভু, সেই শক্তিকে প্রেরন করো এখন
আর প্রত্যেককে বাপ্তাইজিত করো।

85 প্রভু আমি তাকে কত ভালবাসি! তার শক্তিকে এখানে প্রেরন করুন! তারা সকলে উপরের গৃহতে ছিল, সকলে এক ঐকতানে ছিল। তাদের মধ্য থেকে সমস্ত জগত বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলো। তারা খালি হয়ে গিয়েছিলো, আর পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন।

86 আজ তারা বলে, "এস, গির্জার সদস্য হও, নিজের নাম সদস্যতা পুস্তকে লেখাও। অথবা মাথা নিচু করে কেবল এই কথা বল, 'আমি খ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করি,' দাঁড়িয়ে পড়ুন।" শয়তানও ঠিক তাই করে। নিশ্চয়ই। যখন যিহুদা বাপ্তাইজিত হয়েছিল, তখন শয়তানও বাপ্তিস্ম নিয়েছিল। যখন যিহুদা বাইরে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করছিলো, তখন সেই সুসমাচার শয়তানই করছিলো। কিন্তু শয়তান পবিত্র আত্মা পায় নি। এটাই হল সেই ব্যাপার। ওখানেই গুপ্ত শক্তি লুকিয়ে আছে, সেই পুনরুত্থানকে, সন্দেহ বিনাই সেই সত্যকে জানা যায়। আমেন।

87 তিনি এখানে আছেন। সেই একই পবিত্র আত্মা, যা খ্রিষ্টের ওপরে ছিল, আজও তার মণ্ডলীর ওপরে আছে। তিনি কখনই ছেড়ে যান না। "আমি সর্বদা তোমাদের সাথে থাকবো, এমনকি তোমাদের মধ্যে থাকবো, জগতের অন্ত পর্যন্ত। আমি সেখানে থাকবো। যে কাজ আমি করি, সে কাজ তোমরাও করবে। এর চেয়েও অধিক করবে, কারন আমি পিতার কাছে যাচ্ছি।"

88 কিন্তু জগত এটার সাথে আপস করে, "ওহ সেই দিনগুলো পার হয়ে গিয়েছে!" শয়তান আপনাকে এটাই করাতে চায়। তারা আপনাদের চটকদার বানাতে চায়। ঈশ্বর আপনাদের বাপ্তাইজিত করতে চান। ঈশ্বর চান আপনি... আপনি বলেন, "ওহ, আমি এই সবে বিশ্বাস করি না।" এগিয়ে যান আর জীবন যাপন করুন, এগিয়ে যার আর আপনার পাপে জীবন যাপন করুন, আপনার পাপেই জীবন যাপন করুন। কিন্তু যতক্ষণ না আপনি পচেগলে যান, আপনার নিজের ভাবনার বিষয়ে যতক্ষণ না আপনি পচেগলে যান, যতক্ষণ না আপনার নিজের চালচলন পচেগলে যায়, আর আপনি নতুন জন্ম লাভ করেন, আর সেই নতুন জীবনটি চলে যাওয়া জীবনের চেয়ে একদম আলাদা হয়।

89 একটি শস্য দানা হলদে রঙ নিয়ে ভুমিতে যায় আর সবুজ হয়ে ফিরে আসে। যখন মাটিতে যায় তখন সে শক্ত এবং আবরনের ভেতরে থাকে, যখন বেরিয়ে আসে তখন নমনীয় থাকে এবং বাতাসে দুলতে থাকে। ওহ মহিমা! হাল্লেলুইয়া! যখন বাতাস বইতে শুরু করে, তখন শস্য দানা কিছুই করতে পারে না কেবল নিজেকে হিলানো আর পরিবর্তন করা ছাড়া, কিন্তু ছোট পাতাগুলো নমনীয় হয়ে ওঠে এবং আনন্দ করতে থাকে, বাড়তে থাকে আর নিজেকে বলবান করতে থাকে। যতক্ষণ না দানা মাটির ভেতর গিয়ে মরে, পচেগলে না যায়, সে পত্ররূপে কখনই বেরিয়ে আসতে পারে না। কেবল মরে যাওয়াই নয়; কিন্তু পচেগলে যাওয়া। সে নিজে আর ফিরে আসতে পারে না, কিন্তু তার ভেতরের গুপ্ত জীবন ফিরে আসে।

90 যেমন আমি কিছুক্ষন আগে বলেছিলাম, যে একটি জন্ম হল অপ্রীতিকর অবস্থা, নোংরা, ময়লাযুক্ত, মলিনতম অবস্থা, কিন্তু সেখানেই জীবন লুকিয়ে থাকে। যখন আপনি নিজেকে মলিন বলে স্বীকার করে নেন, আপনার মেথডিস্ট, ব্যাপটিস্ট এবং পেন্টিকোস্টাল মতকে মলিন বলে স্বীকার করে নেন আর বেদির সামনে এসে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মেরে ফেলেন, তখনই নতুন জীবন ভেতরে প্রবেশ করে। পবিত্র আত্মা আপনাকে নতুন জীবনে প্রবেশ করায় আর তখন আপনি ঈশ্বরকে দেখতে পান।

91 কোন এক মহিমাময় দিনে আমরা তাকে দেখবো। কোন এক দিন এই মরণশীল দৃষ্টির সীমার বাইরে আমরা তাকে দেখবো। আপনারা এটি বিশ্বাস করেন? কোন এক দিন এই মরণশীল দৃষ্টির সীমার বাইরে, আমার জন্য একটি আনন্দময় দিন অপেক্ষা করছে।

92 আমি গত রাতে এখানে এই কোনায় দাঁড়িয়েছিলাম, আর ভাবছিলাম যেন আমি ছোট রব্বী লসনকে দেখছি। যখন তিনি এখানে আসতেন, ওনার কাছে একটি পুরনো ছড়ি থাকতো আর সেটা আমার ঘাড়ে লাগিয়ে আমায় টেনে মঞ্চে নিয়ে যেতেন আর সেই গানটি গাইতেন, "সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে এক..." [টেপে রিক্ত স্থান—সম্পা.]... ?...

93 কিছু এমন ঘটেছিল! যা আমার থেকে সমস্ত জগতকে বাইরে বের করে দিয়েছিল। আমি সবকিছুকে এক অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে লাগলাম। আমি এই আমেরিকীয় লোকদের কৃতকর্মের ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন হতে শুরু করে দিলাম, অনবরতভাবে, বছরের পর বছর, এবং এটা দেখে যে কিভাবে মহিলা ও পুরুষেরা নিজেদেরকে অধঃপতনে নিয়ে যাচ্ছে, আর পাপে পতিত হয়ে যাচ্ছে, যে আমি এই বিষয়ে চিন্তিত হয়ে দু'তিন বার প্রায় ভেঙ্গেই পড়েছিলাম। গতকাল, আমি ঈশ্বরকে বললাম, "আমি আর চিন্তা করবো না। তোমার বাক্য বলেছে যে এরকমই হবে। কিন্তু আমি মাঝখানে দাঁড়াবো আর আমার মধ্যে যা কিছু আছে তার সবটা দিয়ে, এর বিপক্ষে বলতে থাকব।"

94 অন্য দিন, গ্রিন মিলের সামনে দাঁড়িয়ে, জঙ্গলের ভেতরে, আমার গুহাতে গিয়ে, সারাদিন ধরে প্রার্থনা করছিলাম। আর প্রায় তিনটের সময়, সূর্য ডুবছিল, আর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখছিলাম, গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম আর একটি বড় পাথরে দাঁড়ালাম। আর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, পূর্ব দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করছিলাম। আর আমি পাহাড়ের চুড়ায় গাছগুলোর পেছনে সূর্যকে নীচে যেতে দেখছিলাম, যখন আমি গিরিখাতের ঐ পারে ছোট ছোট গিরিখাতগুলো দেখছিলাম, আর অনেক পর্ণরাজিতে ভরা, সবকিছু একদম শান্ত ছিল। আর আমি বললাম, "প্রভু, একদিন আপনি মোশিকে পাথরের ফাটলে লুকিয়ে নিয়েছিলেন, আর আপনি তার নিকট দিয়ে গিয়েছিলেন, কারন সে ক্লান্ত ছিল। কিন্তু আপনি তার নিকট দিয়ে গিয়েছিলেন, সে বলেছিল, 'এক মনুষ্যের পশ্চাদভাগের ন্যায় দেখালো।'" আমি বললাম, "আমায় পাথরের ফাটলে লুকিয়ে নাও প্রভু।" সেই সময়, আমার এক পাশে, ঝোপের মধ্যে থেকে একটি ছোট হাওয়া ঘুরতে ঘুরতে এল। এটা ঠিক আগে এগিয়ে আসলো, আমার পাশে নেমে আসলো, একটি ছোট বাতাস ঘুরতে ঘুরতে নীচে নেমে এল, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হয়ে চলে গেল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

কোন এক দিন, কেবল ঈশ্বর জানেন ঠিক কোথায় এবং কখন
নশ্বর জীবনের চাকাগুলো সব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।
তখন আমি যাব সিয়ন পর্বতে থাকবার জন্য।

কোন এক দিন, নশ্বর জীবনের সীমানার আয়ত্তের বাইরে
কোন এক দিন, কেবল ঈশ্বর জানেন ঠিক কোথায় এবং কখন
(কি ঘটতে চলেছে? সে অন্তে চলে যাচ্ছে, সকল ছোট চাকা ঘুরছে।) নশ্বর জীবনের চাকাগুলো সব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।
তখন আমি যাব সিয়ন পর্বতে থাকবার জন্য।

নীচে দুলে, মিষ্ট রথ
আসছে আমায় ঘরে নিয়ে যেতে,
নীচে দুলে, মিষ্ট রথ
আসছে আমায় ঘরে নিয়ে যেতে।

আমার পূর্বে যদি তুমি সেথায় যাও
আসছে আমায় ঘরে নিয়ে যেতে।
ভাই বোসওয়ার্থ এবং আমার সব বন্ধুদের বোলো,
কেবল আসছে আমায় ঘরে নিয়ে যেতে।

এখন নীচে দুলে...(সে নীচে নেমে আসবে কোন একদিন আর আমায় তুলে নেবে)...রথ...
(প্রত্যেক গাছ উঠবে জ্বলে; ঈশ্বরের দুতগন অগ্নিময় রথে)...আসছে আমায় ঘরে নিয়ে যেতে;
নীচে দুলে, মিষ্ট রথ
আসছে আমায় ঘরে নিয়ে যেতে।

95 কোন এক দিনে, এই দিনগুলোর কোন এক দিনে আমার মৃত্যুকালের অন্তিম ভাগে এসে, আমি তার আগমনের অপেক্ষা করবো, এটা ঠিক।

আমি জর্ডনের দিকে তাকালাম আর আমি কি দেখতে পেলাম
আসছে আমায় ঘরে নিয়ে যেতে (যেমন বৃদ্ধ এলিয় জর্ডনের ওপাড়ে তাকিয়েছিল)
একদল উজ্জ্বল স্বর্গদুত আমার পেছনে আসছে,
তারা আসছে আমায় ঘরে নিয়ে যেতে

নীচে দুলে, নীচে নেমে এসে, মিষ্ট রথ
আসছে আমায় ঘরে নিয়ে যেতে
নীচে দুলে, মিষ্ট রথ
আসছে আমায় ঘরে নিয়ে যেতে।

96 প্রভু যীশু, এই রথের আশীর্বাদযুক্ত চালক, সিয়নের পুরাতন জাহাজ এবং জীবনের নৌকাগুলোর তিনিই নাবিক, যিনি এই ভবনের মধ্য দিয়ে চলাফেরা

করছেন, কথা বলছেন, তার উপস্থিতি এখানে আছে। সেই পবিত্র আত্মা যিনি তাকে কবর থেকে উঠিয়েছেন তিনি এখনে আছেন।

97 যেহেতু তারা কোন প্রার্থনা কার্ড দেয় নি, এখানে এমন কেউ আছেন যিনি শহরের বাইরে থেকে এসেছেন, যাকে আমি চিনি না, যিনি এখানে প্রার্থনার জন্য এসেছেন ? আপনাদের হাত তুলুন, যাদের আমি জানি না। আমি যাদের জানি না, আপনারা আপনাদের হাত তুলুন। আপনি, আপনি ওখানে। আমি বিশ্বাস করি যে সেই গোঁফযুক্ত ছোট ব্যক্তিটি যিনি পেছনে বসে আছেন, ঐ দিকে কয়েকজন লোক হাত তুলেছিল, হ্যাঁ, আপনি কি আপনার হাত তুলেছিলেন ? ঠিক আছে। পেছনের দিকে ওখানে, মহাশয় আপনি, ঠিক আছে। আপনারা সকলে আমার জন্য অপরিচিত ? সেই প্রভু যীশু, মেষদের সেই একই রাখাল এখানে উপস্থিত আছেন, আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে তার প্রতিজ্ঞা সত্য ? তিনি তার মণ্ডলীকে অভিষিক্ত করেন, আর তিনি বলেছেন, "আমি যে কাজ করি, তা তোমরাও করবে, বরং এর চেয়েও বেশী করবে, কারন আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। এর চেয়েও অধিক !" আপনারা সেটা বিশ্বাস করেন ?

98 আপনি কি হাত তুলেছিলেন যে আপনি আমাকে জানেন না বলে ? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর আমায় বলে দিতে পারেন আপনার হৃদয়ের কথা, তিনি আমায় বলে দিতে পারেন ঠিক যেভাবে তিনি সেই মহিলাকে বলে দিয়েছিলেন যে তার বস্ত্র স্পর্শ করেছিলো ? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে তিনিই সেই মহাযাজক যাকে আমাদের দুর্বলতার অনুভুতি দ্বারা স্পর্শ করা যায়। যদি ঈশ্বর আমাকে আপনার পরিস্থিতিকে প্রকাশ করে দেন, আপনি কি আমায় তার ভাববাদীরূপে বিশ্বাস করবেন, বিশ্বাস করবেন যে তার উপস্থিতি এখনে আছে, আর এইজন্যই তিনি আমায় এটির অনুমতি দেন ? আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য প্রার্থনা করছেন। তার নিতম্বের হাড় ভেঙে গিয়েছে, হাড় স্থানচ্যুত হয়ে গিয়েছে। এটি ঠিক কথা। যদি এটি ঠিক কথা হয়, তাহলে দাঁড়িয়ে পড়ুন। যান আর আপনার স্ত্রীকে সুস্থ অবস্থায় পান। আমেন।

99 আপনার ব্যাপারে কি যিনি পেছনে বসে আছেন, সেই ছোট ব্যক্তি যার গোঁফ আছে আর যিনি হাত তুলেছিলেন ? আপনি কি আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেন ? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর আমায় আপনার সমস্যা বলে দিতে পারেন ? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনার পুত্র ঠিক হয়ে যাবে ? আপনি বিশ্বাস করেন ? আপনার এক ছেলে আছে, তার মস্তিষ্ক সংক্রান্ত পক্ষাঘাত হয়েছে। ওটা ঠিক। আপনি না...কেন্টাকি থেকে এসেছেন। যদি তা সত্যি হয়, তবে আপনার হাত তুলুন। আমি আপনাকে চিনি না, তাই না ? যদি চিনতাম...আপনি *এইভাবে* হাত তুলুন, আমরা একে অপরকে চিনি না। এটা ঠিক। ঈশ্বরে ভরসা রাখুন। আপনি কি বিশ্বাস করেন ? যেমন আপনি বিশ্বাস করেন, যান আপনার ছেলেকে আপনার বিশ্বাস অনুসারে সেরকমই পান। কেবল এই বিষয়টি হৃদয়ে স্থাপন করে নিন।

100 এখানে কে কে ছিলেন যারা হাত তুলেছিলেন, যাদের আমি চিনি না... আপনিই ছিলেন কি ? ঠিক আছে, মহাশয়, আপনি কি আমায় ঈশ্বরের ভাববাদীরূপে বিশ্বাস করেন ? [ব্যক্তিটি বলল, "আমেন"—সম্পা.] আপনি আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেন ? আপনাকে ওপরে আসতে হবে না, কেবল ঠিক ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন। ঠিক আছে, মহাশয়, আপনার সমস্যা হল,

আপনার মধুমেহ রোগ আছে। ["ওটা ঠিক।"] আর এটা আপনার পায়ে অসুবিধার সৃষ্টি করছে। ["হ্যাঁ।"] আপনি ওহিও থেকে এসেছেন। ["হ্যাঁ।"] আপনার নাম শ্রীমান মিলার। ["ওটা ঠিক।"] ঘরে ফিরে যান আর ভালো হয়ে যান। ঠিক আছে, আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করুন। ঠিক আছে।

আপনি কি আপনার সমস্ত...হৃদয় দিয়ে এটা বিশ্বাস করেন, যদি আপনি বিশ্বাস করতে পারেন !

101 এখানে যে মহিলা বসে আছেন, আপনি কি হাত তুলেছিলেন ? চশমা পরা, বড় মহিলা, আপনি কি আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেন ? আপনি বিশ্বাস করেন সমস্ত...আপনি আমায় ঈশ্বরের সেবক হিসেবে বিশ্বাস করেন ? আপনি করেন ? ঠিক আছে, যদি ঈশ্বর আমায় বলে দেন যে আপনার কি সমস্যা, আপনি কি বিশ্বাস করবেন ? আপনার হৃদপিণ্ডের সমস্যা। ঠিক আছে, যদি এটা ঠিক হয়ে থাকে তবে আপনার হাত তুলুন। ঠিক আছে।

102 আপনার ঠিক পাশের যে মহিলা আছেন, দাঁড়িয়ে পড়ুন। হৃদরোগ; না কিন্তু ওনার বাস্তবে চোখে সমস্যা আছে। আমি তাকে জানি। ঠিক আছে, সুস্থতা পান যদি আপনি বিশ্বাস করতে পারেন তাহলে !

103 ওখানে পেছনে, পরের ব্যক্তি যিনি ওখানে আছেন আপনারও হৃদরোগ আছে, আর চর্মরোগও আছে। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ করবেন ? আপনি কি বিশ্বাস করেন, মহাশয় ?

104 ওখানে কোথাও এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি হাত তুলেছিলেন আর তিনি না...শ্রীমান সুবার্ট। ঠিক আছে, মহাশয়। ঠিক আছে, আপনি কি বিশ্বাস করেন ? আপনার চোখে সমস্যা আছে, তাই নয় কি ? আর আপনি আপনার মায়ের জন্যও প্রার্থনা করছেন যিনি বাইরে বসে আছেন, তাই নয় কি ? যদি এটা ঠিক হয়, তবে আপনার হাত ওপরে তুলুন। আমরা অপরিচিত। এটা কি ঠিক ? হাত মেলান, আপনারা একে ওপরের সাথে হাত মেলান। ঠিক আছে। ওটা ঠিক। যদি আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, তবে আপনি পেতে পারেন !

105 পুনরুত্থিত খ্রিষ্ট আজ এই ভবনে উপস্থিত আছেন। তিনি আজও একই আছেন। এটা আপনার জন্য কি করে ? আপনি কি জগতকে তার সমস্ত শক্তির সাথে আপানার থেকে বের হয়ে যেতে দিয়েছেন ? মহিমা হোক ! আমি নতুন জন্ম চাই ! আমি নতুন জীবন চাই ! আমি পরোয়া করি না যে এটা কোন বাহনে আসে, যদি এর জন্য আমাকে পবিত্র কপটি অথবা যা কিছু বলা হোক না কেন। আমি পরোয়া করি না যে এটা কোন বাহনে আসে, আমি প্রকৃত পবিত্র আত্মাকে পেতে চাই যেমন পবিত্র আত্মা আমার ওপর এখন আছে। আমি তাকে ধরে রাখতে চাই ! আমি জগতের সবকিছুর চাইতে কেবল এটিই পেতে চাইব। আমেন ! আপনারা কি বিশ্বাস করেন ? আপনারা কি বিশ্বাস করেন তিনি এখানে আছেন ?

106 তাহলে আপনাদের হাত একে ওপরের ওপর রাখুন। আমায় বলুন আর কিছু থাকতে পারতো যা যীশু আমাদের জন্য করতে পারতেন, পবিত্র আত্মা দেওয়ার পরিবর্তে। কিছুই না। এখন বিশ্বাস রাখুন। বিশ্বাস করুন যে সব কিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে।

107 প্রভু ঈশ্বর, স্বর্গ এবং পৃথিবীর নির্মাণকর্তা, অনন্ত জীবনের রচয়িতা, এবং সমস্ত উত্তম দানের দাতা, আপনার আত্মা এখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের এতো

অভিষিক্ত করেছে যে প্রভু, মনে হচ্ছে যেন এই ভবনটি জীবিত হয়ে শ্বাস নিচ্ছে আর যেন কাঁপছে। প্রভু, লোকেরা এটা কেন বুঝতে পারে না ? তারা কি জগতের সাথে এতটা লিপ্ত হয়ে গিয়েছে আর এতটা ঠান্ডা, আর বাহ্যিক আর আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে যে তারা আর আপনাকে জানতেই পারছে না ? প্রভু ঈশ্বর, হতে দিন যেন এই পরাক্রম সকলকে স্পর্শ করুক, আর প্রত্যেক অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ওঠে, প্রত্যেক পাপি উদ্ধার পায়, এবং ঈশ্বর মহিমা পান। ঈশ্বরের পুত্র, যীশু খ্রিষ্টের দ্বারা, আমি এটি চাই, আমেন।

108 আপনারা কি এটি বিশ্বাস করেন ? আপনাদের হাত ওপরে তুলুন। আপনারা কি আপনাদের সুস্থতাকে গ্রহন করেন ? ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদযুক্ত করুন। এখন যান আর সুস্থতাকে পান যেভাবে আপনি এতে বিশ্বাস করেছেন, এটি সেভাবেই হবে। আমি অন্যদের বিষয়েও অনেকগুলো দর্শন দেখেছি। ওটা ঠিক। আমায় আজ রাতে আবার ফিরে আসতে হবে।

109 যদি আপনি এখন বিশ্বাস করতে না পারেন, তবে আপনি আর কখনই বিশ্বাস করতে পারবেন না। এটি ঠিক। যীশু যখন একবারই হৃদয়ের কথা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন, আর তারা বলেছিল, “আপনি একজন...আমরা জানি যে যখন খ্রিষ্ট আসবেন, তিনি আমাদের এসব বলবেন।” সেই মহিলাটি বলেছিল, “আমি জানি যে খ্রিষ্ট ওসব করবেন, কিন্ত আপনি কে ?

তিনি বলেছিলেন, “আমিই তিনি।”

110 তারপর সে দৌড়ে নগরে গেল আর বলল, “এস, আর এক ব্যক্তিকে দেখো যিনি, আমি কি ছিলাম আর আমি কি করেছি সব বলে দিলেন। ইনিই কি সেই খ্রিষ্ট নন ?”

111 তিনি বলেছিলেন, “এই বিষয়গুলো অন্তিম দিনে আবার ফিরে আসবে। মণ্ডলী সত্যকে প্রচার করবে, সে বাক্যের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। সে ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞাকে পালন করবে। সে নিজেকে জগতের সাথে জড়িয়ে ফেলবে না। আর তাদের মধ্যে দিয়ে আমি গমনাগমন করবো আর সেই একই কাজগুলোকে করবো।”

112 কিন্তু তিনি বলেছিলেন, “তারা প্রচন্ড, গর্বান্ধ, ঈশ্বরপ্রিয় নয় বরং বিলাসপ্রিয়, বিশ্বাসঘাতক, অপবাদক, ভক্তির অবয়বধারী হবে,” খুবই ধার্মিক দেখাবে, গির্জায় গমনকারী হবে। “ভক্তির অবয়বধারী কিন্তু তাহার শক্তির অস্বীকারকারী হইবে; তুমি এরূপ লোকদের হইতে সরিয়া যাও !”

113 আপনাদের মধ্যে থেকে যতজনকে তিনি এখন ডেকেছিলেন, আপনারা যেখানেই আছেন, দর্শন এখন আমার কাছ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। যদি সেগুলো সত্য ছিল, যা কিছু আমি বলেছিলাম, আর আমি আপনাদের কাছে আপরিচিত, আপানারা যারাই ছিলেন, আপনাদের হাত তুলুন। সমস্ত মণ্ডলী জুড়ে, প্রত্যেক—প্রত্যেক ব্যক্তি। ঠিক আছে। বুঝলেন ? তাদের আমি জানিনা, তাদের কখনও দেখিনি; কিন্তু পবিত্র আত্মা এখানে আছেন আর তিনি তাদেরকে জানেন। আপনারা কি দেখতে পারছেন না যে এ আমি নই ?

114 শুনুন ! যদি তিনি আমাকে ওটার সাথে আমার ওপর ভরসা করতে পারেন, তবে তিনি বাক্যের সত্যতার সাথেও আমার ওপর ভরসা করতে পারেন, কারন সত্য কেবল বাক্য দ্বারাই আসতে পারে। “মন ফিরাও, প্রত্যেকেই, আর প্রভু

যীশু খ্রিষ্টের নামে বাপ্তিস্ম নাও, পাপের ক্ষমার জন্য, আর তোমরা পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হও, কারন এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য, তোমাদের সন্তানদের জন্য, আর সকল দূরবর্তী লোকদের জন্য যাদেরকে আমাদের প্রভু ডাকিয়া আনিবেন।" আপনারা এতে বিশ্বাস করেন ? কিছু সময়ের মধ্যে একটি বাপ্তিস্ম সভা হতে চলেছে।

115 আসুন আমরা মাথা নত করি, যখন তারা বাপ্তিস্মের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমি অনুরোধ করবো পালক মহাশয়কে প্রার্থনা করবার জন্য। আমার মনে হয় সেখানে বাপ্তিস্ম সভা হতে চলেছে। ঠিক আছে।

জগতের দ্বারা প্রতারিত এক মণ্ডলী BEN59-0628M

(A Deceived Church, By The World)

মন্ডলী ক্রম

এই বার্তাটি মূলরূপে ভাই উইলিয়াম মেরিয়ন ব্রানহাম দ্বারা ইংরাজিতে রবিবার সকালে, ২৮ জুন, ১৯৫৯ সালে ব্রানহাম টেবারনেকাল, জেফারসনভিলে, ইন্ডিয়ানা, ইউ.এস.এ.তে প্রচারিত হয়েছিল যা চুম্বকীয় টেপ রেকর্ডিং থেকে নেওয়া হয়েছে আর পূর্ণাঙ্গরূপে ইংরাজিতে ছাপা হয়েছে।এই বাংলা অনুবাদটি VOICE OF GOD RECORDINGS এর দ্বারা ছাপা হয়েছে এবং বিতরন করা হয়েছে।

BENGALI

©2017 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, INDIA OFFICE
19 (NEW NO: 28) SHENOY ROAD, NUNGAMBAKKAM
CHENNAI 600 034, INDIA
india@vgroffice.org

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

সত্বাধিকার বিজ্ঞপ্তি

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার বিস্তার করার সাধনী হিসেবে এই বই বাড়িতে মুদ্রিত করা যেতে পারে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অথবা বিনামূল্যে বাইরে বিতরণ করার জন্য। এই পুস্তক ভয়েস অফ গড রেকর্ডিংস®এর লিখিত অনুমতি ছাড়া বিক্রি, প্রচুর মাত্রায় অনুলিপি করা, ওয়েবসাইট এ প্রদর্শন করা, সংরক্ষণ করা যায় এমন প্রণালীতে, অন্য ভাষাগুলিতে অনুবাদ করা, তহবিল এর জন্য আমন্ত্রণ করা যাবে না।

দয়া করে, আরও তথ্যের জন্য বা অন্যান্য উপলব্ধ উপাদানের জন্য যোগাযোগ করুন:

ভয়েস অফ গড রেকর্ডিংস

পোঃ বক্স ৯৫০, জেফারসনভিল্লে,ইন্ডিয়ানা ৪৭১৩১, ইউ.এস.এ.

www.branham.org